বার্ষিক প্রতিবেদন

২০২০-২০২১

জয়িতা ফাউন্ডেশন

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়

জয়িতা ফাউন্ডেশন

জয়িতা ফাউন্ডেশন
মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়
কনকর্ড রয়্যাল কোর্ট ভবন (৬ষ্ঠ তলা), ২৭৫/জি
রোড নংঃ ১৬ (নতুন), ধানমন্ডি, ঢাকা- ১২০৯
www.joyeeta.gov.bd
অক্টোবর, ২০২১

মাননীয় প্রতিমন্ত্রী
মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন জয়িতা ফাউন্ডেশনের ২০২০-২০২১ অর্থ বছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই। এই বার্ষিক প্রতিবেদনের মাধ্যমে জয়িতা ফাউন্ডেশনের সকল কার্যক্রম ও অগ্রগতি সম্পর্কে সম্যক ধারনা পাওয়া যাবে।দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের পূর্বশর্ত নারীর কর্মসংস্থান তথা নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন ।জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মজিবুর রহমান ছিলেন বাঙালি নারীদের ক্ষমতায়ণের পথিকৃৎ। স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মজিবুর রহমান দেশের সুষম উন্নয়নের স্বার্থে লিঙ্গসমতার অপরিসীম গুরুত্ব অনুধাবন করেছিলেন। ১৯৭২ সালে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ২৭ ও ২৮অনুচ্ছেদে রাষ্ট্র ও গণজীবনের সব পর্যায়ে নারীদের সমঅধিকারের নিশ্চয়তা দেওয়া হয় এবং নারী ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর উন্নয়নে রাষ্ট্রের বিশেষ বিধান প্রণয়নের ক্ষমতাও সংযোজন করা হয় ।
বঙ্গবন্ধু শেখ মজিবুর রহমানের আদর্শ অনুসরণ করেই বঙ্গবন্ধু কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সব পর্যায়ে নারীর সমঅংশগ্রহন সুসংহত ও কার্যকর করার জন্য নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছেন। নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের মাধ্যমে লিঙ্গ সমতাভিত্তিক সমাজ বিনির্মান প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করতে ২০১১'র ১৬ই নভেম্বর , মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জয়িতা কার্যক্রমের উদ্বোধন করে জয়িতার ফলক উন্মোচন করেন। ব্যবসা অঙ্গনে দেশের নারী সমাজের সম্মানজনক কর্মসংস্থান ও জীবিকায়নের সুযোগকে অবারিত করতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করেন "-যে জয়িতা আজকে আমরা ঢাকায় চালু করলাম, পর্যায়ক্রমিকভাবে জেলা-উপজেলায় এবং ডিভিশনাল হেড কোয়ার্টারেও আমরা করতে যাচ্ছি"--।

নারী উদ্যোক্তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধি ও বহমূখী ব্যবসায় উদ্যোগ গ্রহণের জন্য জয়িতা ফাউন্ডেশন , জয়িতা ফাউন্ডেশনের সক্ষমতা বিনির্মান প্রকল্প ও জয়িতার খাদ্যজাত ব্যবসা শক্তিশালী কর্মসূচীর মাধ্যমে নারী উদ্যোক্তাদের ফ্যাশন ডিজাইন, উদ্দ্যোক্তা উন্নয়ন, ই-কমার্স, প্যাকেজিং, ফুড প্রসেসিং, কুকিং, ডে-কেয়ার, কার ড্রাইভিং, ই-জয়িতা প্লাটফর্ম, চারু ও কারুপণ্যের নকশা উন্নয়ন ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। ধানমন্ডির রাপা প্লাজায় চালুকৃত "জয়িতা বিপণন" কেন্দ্রে ১০০ টি ষ্টলে তৃণমূলের নারী উদ্যোক্তাদের উৎপাদিত পণ্য বিপণন ও প্রদর্শিত হচ্ছে। ই-জয়িতা অনলাইন মার্কেট প্লেসটি অনন্য এক উদ্দ্যোগ। প্রযুক্তি শুধু তথ্য ও সেবা প্রাপ্তিকেই সহজ করে না-স্বাছতা ও জবাবদিহিরও ক্ষেত্র প্রসাবিত করে ।প্রান্তীক ও তৃণমূলের নারী উদ্যোক্তাদের তথ্য প্রযুক্তি আগ্রহী ও দক্ষ করে তুলতে হবে। আমি আশা করি, নারী উদ্যোক্তাদের মাধ্যমে উৎপাদিত ও প্রক্রিয়াজাত বাজারভিত্তিক বিভিন্ন ধরনের গুণগত ও নান্দনিক মানসম্পন্ন আকর্ষনীয় পণ্য দেশের অভ্যন্তরে এবং অদূর ভবষ্যতে দেশের গন্ডি পেরিয়ে বিদেশেও পৌঁছে যাবে।

নারী উন্নয়নের স্বপ্নদ্রস্টা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অভিপ্রায় অনুসারে রাজধানীর ঢাকার গুরুত্বপূর্ণ এলাকা ধানমন্ডিতে বর্তমান সরকারের বিশেষ আনুকূল্যে জয়িতা ফাউন্ডেশন কর্তৃক প্রাপ্ত একবিঘা জমিতে নির্মানের প্রস্তুতি চলছে দেশের নারী উদ্যোক্তা উন্নয়ন ও বিকাশ সাধনের জন্য ভৌত অবকাঠামোগত সুবিধাদি সম্বলিত" জয়িতা টাওয়ার" ।

জয়িতা ফাউন্ডেশনের কার্যক্রম সম্প্রসারণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। লালমাটিয়াস্থ ডিজাইন সেন্টার, গাজীপুরে জিরানীস্থ শহীদ শেখ ফজিলাতুনেছা মুজিব প্রশিক্ষণ একাডেমী চালু করা হয়েছে। ঢাকা ব্যতীত ৭টি বিভাগীয় শহরে জয়িতা টাওয়ার নির্মাণের জন্য সরকার কতৃক ০১ (একবিঘা) করে ভূমি বরাদ্দ করা হয়েছে।

প্রকাশিত এই প্রতিবেদনটি জয়িতা ফাউন্ডেশনের সামগ্রিক কার্যক্রমের প্রতিচ্ছবি। প্রতিবেদনটি সংকলন ও প্রকাশনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে অভিনন্দন ও ধন্যবাদ জানাই।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

(ফজিলাতুন নেসা ইন্দিরা, এমপি)

সচিব
মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

“জয়িতা” একটি সংগ্রামী ও বিজয়ী নারীর প্রতীকী চিত্র। মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রিণালয় এর অধিনস্থ চারটি উইংস মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, জাতীয় মহিলা সংস্থা, বাংলাদেশ শিশু একাডেমী এবং জয়িতা ফাউন্ডেশন। SDG-২০৩০ এর লক্ষ্য অর্জনে দেশের তৃনমূল পর্যায় থেকে জাতীয় পর্যায়ে নারী ও শিশুদের উন্নয়নে বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়নে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। আমি জয়িতা ফাউন্ডেশনের ২০২০-২০২১ অর্থ-বছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশের উদ্দ্যোগ গ্রহণকে স্বাগত জানাই। বার্ষিক প্রতিবেদনের প্রকাশনায় জয়িতা ফাউন্ডেশনের কার্যক্রম ও উন্নয়ন চিত্র প্রস্ফুটিত হোক এটাই প্রত্যাশা।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশে সংবিধানের ২৭, ২৮, ২৯, ৬৫ অনুচ্ছেদে নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠায় শ্রদ্ধাশীল হয়ে বাংলাদেশ সরকার নারীর শিক্ষা, নারীর কর্মসংস্থান, নারী উদ্দ্যোক্তা সৃষ্টি, বৈষম্য হ্রাস, নারীর নিরাপত্তা ও সুরক্ষা প্রদানের লক্ষ্যে বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে এবং নারীর অর্থনৈতিক, সামাজিক, প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের বিষয়গুলোর প্রতি সর্বোচ্চ গুরুত্ব আরোপ করেছে।

২০১১ সালের ১৬ নভেম্বরে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নারী সমাজের অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নমূখী একটি উদ্যোগের সূচনা করেন “জয়িতা” নামকরনের মাধ্যমে। তিনি ব্যবসা অঙ্গনে নারীসমাজকে বিজয়ের স্বপ্ন দেখিয়েছেন এবং পর্যায়ক্রমে বিভাগ, জেলা, উপজেলায় স্বপ্ন প্রতিষ্ঠা করার বিষয়টি উল্লেখ করেছেন। অঙ্গিকার বাস্তবায়নের জন্য “জয়িতা ফাউন্ডেশন”একটি স্থায়ী প্রতিষ্ঠান হিসাবে কাজ করে যাচ্ছে। জয়িতা ফাউন্ডেশনের সর্বোচ্চ নীতি নির্ধারনী পরিষদ বোর্ড অব গভর্ণরস এর সিদ্ধান্তে ভিশন, মিশন ও কৌশলগত উদ্দেশ্য সমূহ বাস্তবায়ন করছে।

ঢাকায় জয়িতা ফাউন্ডেশনের সদর দপ্তর ও নারীদের পণ্য ও সেবা বিপণন প্লাটফর্মের প্রয়োজনে অত্যাধুনিক ও ব্যতিক্রমধর্মী বারো তলা বিশিষ্ট একটি টাওয়ার নির্মানের কাজ শুরু হয়েছে। জয়িতা ফাউন্ডেশনের সক্ষমতা বিনির্মাণ প্রকল্পের আওতায় ২০২৩ সাল নাগাদ ২৮ হাজার নারী উদ্যোক্তা তৈরী করা জয়িতা ফাউন্ডেশনের একটি মহান ব্রত। জয়িতা ফাউন্ডেশনের উদ্যোক্তা এবং দেশের সকল স্তরের নারীরা উল্ল্যেখযোগ্য পরিমান যুগপযোগী প্রশিক্ষণ গ্রহনের মাধ্যমে নিজেদের সমৃদ্ধ করে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করতে বিশেষ ভূমিকা পালনে সক্ষম হচ্ছে। করোনা মহামারী কালীন সময়ে অর্থনৈতিক চাকা সচল রাখার বিশেষ উদ্যোগ, অনলাইন ব্যবসা পরিচালনা, জয়িতা ফাউন্ডেশনের অত্যন্ত সুচিন্তিত উপযোগী পদক্ষেপগুলোর মধ্যে UNDP ও Ekushop:a2i এর সহযোগীতায় আনন্দমেলা প্লাটফর্মে জয়িতা কর্ণার একটি উদ্ভাবনী উদ্যোগ ও সেবা সহজীকরন যেখানে নারী উদ্যোগক্তাগন পণ্য প্রদর্শন ও বিপণন করছে। ই-জয়িতা প্লাটফর্মে উদ্যোক্তাদের ব্যবসা ডিজিটালাইজেশন করা হয়েছে যার মাধ্যমে অনলাইন মেলা করা সম্ভব এবং দেশ বিদেশে পণ্য বিপণন সম্ভব হবে।

মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু নারীদের প্রতি সোনার বাংলা গড়ার যেইরূপ আহ্বান করেছিলেন সেই ভাবনাকে চিত্রিত করে ‘নারী মুক্তির পথিকৃত বঙ্গবন্ধু’ শীর্ষক একটি অডিও ভিজুয়াল ডকুমেন্টারী নির্মাণ ও গবেষণা পত্র প্রস্তুত করার পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। রাজনৈতিক চেতনা ও দেশপ্রেম ভিত্তিক ডকুমেন্টরী নির্মাণের মহান উদ্যোগ নেয়া হয়েছে যার ফলে এদেশের ইতিহাস সমৃদ্ধ হবে। জয়িতা ফাউন্ডেশন বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক চেতনার প্রকাশনাসমূহ সংগ্রহে মহান দায়িত্ব পালন করছে।

রাপা প্লাজার জয়িতা বিপণন কেন্দ্র, জয়িতা ফুড কোর্ট, জয়িতা ফাউন্ডেশন অফিস, সর্বত্র একটি সুনিপুণ, সুশৃঙ্খল, শৈল্পিক, আধুনিকতা বিরাজমান যেখানে যোগ্য ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনা দৃশ্যমান।

জয়িতা ফাউন্ডেশন ২০২০-২০২১ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদনটি সংশ্লিস্ট কর্মকর্তা কর্মচারীদের প্রেরণার উৎস হিসেবে কাজ করবে। জয়িতা ফাউন্ডেশনের সকল নারী উদ্যোক্তা এবং কর্মকর্তা কর্মচারী বৃন্দের প্রতি আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা রইল। বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

(মো: সাইদুল ইসলাম)

ব্যবস্থাপনা পরিচালক
জয়িতা ফাউন্ডেশন
মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়

বাণী

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়াধীন জয়িতা ফাউন্ডেশনের সার্বিক ব্যবস্থাপনায় প্রথম বারের মতো বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশিত হতে যাচ্ছে জেনে আমি খুব আনন্দিত এবং এটি একটি প্রশংসনীয় উদ্যোগ ।

জয়িতা এক অদম্য প্রত্যয়ের উপাখ্যান। বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের ভিত মজবুতকরণের লক্ষ্যে ২০১১ সালের ১৬ নভেম্বর জয়িতার কাযক্রমের শূভ উদ্বোধন করেন । এরই ধারাবাহিকতায় অজস্র প্রতিবন্ধকতাকে সরিয়ে যাপিত জীবনের কঠোর বাস্তবতায় আমাদের সমাজের অসংখ্য নারীদের ভাগ্য পরিবর্তনের পাশে থেকেছে জয়িতা ফাউন্ডেশন । সামাজিক উন্নয়ন ও অর্থনৈতিক গতিশীলতা আনয়নে নারীদের অগ্রযাত্রাকে বেগবান, স্বীকৃতি প্রদান করে নারী উদ্যোক্তা তৈরী ও দক্ষতা উন্নয়নে জয়িতা ফাউন্ডেশন নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে । জয়িতা ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে সমাজের পিছিয়ে পরা ও অবহেলিত অথচ কর্মসফল নারীদের কর্মকান্ড প্রদর্শনের একটি বড় প্লাটফর্ম হলো ই-জয়িতা মার্কেটপ্লেস যা দেশের যে কোন প্রান্ত থেকে নারীরা আত্নমযাদার সাথে জীবন জীবিকা পরিচালনা করার সুযোগ সৃষ্টি করে দিয়েছে এবং জয়িতা আজ এক অনুপ্রেরণার নাম। জয়িতা ফাউন্ডেশনের সক্ষমতা বিনির্মাণ প্রকল্পের মাধ্যমে নারী উদ্যোক্তাদের ফ্যাশন ডিজাইন, ডে-কেয়ার, কার ড্রাইভিং,ই-কমার্স ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। জয়িতা ফাউন্ডেশনের কাযক্রম সম্প্রসারণের লক্ষ্যে ৭টি বিভাগীয় সদরে বিভাগীয় জয়িতা টাওয়ার নির্মাণ এর উদ্যোগ গ্রহন করা হয়েছে। বাংলাদেশের তৃণমূলের সফল নারী উদ্যোক্তাদের অগ্রগতি আজ বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত।

আমি এই উদ্যেগের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে জানাচ্ছি আমার আন্তরিক অভিনন্দন। সেই সাথে এ উদ্যেগের সার্বিক সফলতা কামনা করছি ।

(আফরোজা খান)

বার্ষিক প্রতিবেদন (২০২০-২১) প্রণয়ন ও প্রকাশনা কমিটি

সার্বিক তত্ত্বাবধানে

আফরোজা খান, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, জয়িতা ফাউন্ডেশন

বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন ও প্রকাশনা কমিটি

ক্রমিক নং	নাম ও পদবী	কমিটিতে অবস্থান
১	মুহাম্মদ আরিফুল ইসলাম, পরিচালক (উপসচিব), জয়িতা ফাউন্ডেশন	আহ্বায়ক
২	মোছাঃ রাফিকা সুলতানা , সহকারী ম্যানেজার	সদস্য
৩	মোহাম্মদ আফজাল মোল্যা, সহকারী ম্যানেজার	সদস্য
৪	জেসমিন আরা, উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা	সদস্য
৫	সবুজ দাস, সহকারী ব্যবস্থাপক	সদস্য
৬	মনীষা নুসরাত, সহকারী ব্যবস্থাপক	সদস্য-সচিব

সূচিপত্র

ক্রমিক নং	**প্রথম অধ্যায়**	পৃষ্ঠা নং
১	পরিচিতি	১
২	রূপকল্প ও অভিলক্ষ্য	১

৩	কৌশলগত উদ্দেশ্য	১
৪	গঠন	১
৫	চলমান প্রকল্পসমূহ	২
৬	চলমান কর্মসূচি	২

ক্রমিক নং	**দ্বিতীয় অধ্যায়**	পৃষ্ঠা নং
১	জয়িতা ফাউন্ডেশনের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সংখ্যা	৩
২	জয়িতা ফাউন্ডেশনের ২০১৯-২০ ও ২০২০-২১ অর্থবছরে বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যয়ের পরিমাণ	৩
৩	জয়িতা ফাউন্ডেশনের শাখাসমূহ	৩
৪	জয়িতা ফাউন্ডেশনের শাখার কার্যক্রম	৪
৫	জয়িতা ফাউন্ডেশনের চলমান প্রকল্পসমূহের পরিচিতি	১৮
৬	জয়িতা টাওয়ার নির্মাণ প্রকল্প	১৮
৭	জয়িতা ফাউন্ডেশনের সক্ষমতা বিনির্মাণ প্রকল্প	২০

ক্রমিক নং	**৩য় অধ্যায়**	পৃষ্ঠা নং
১	২০২০-২০২১- জয়িতা ফাউন্ডেশন কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রমসমূহ	২১
২	জয়িতা ফাউন্ডেশনের সক্ষমতা বিনির্মাণ প্রকল্প কর্তৃক ২০২০-২১ অর্থবছরে গৃহীত কার্যক্রমসমূহ	২৬
৩	জয়িতা টাওয়ার নির্মাণ প্রকল্প কর্তৃক ২০২০-২১ অর্থবছরে গৃহীত কার্যক্রমসমূহ	২৭
৪	জয়িতা টাওয়ার নির্মাণ প্রকল্প এর আওতায় নির্মিতব্য জয়িতা টাওয়ারের চিত্র	২৮
৫	জয়িতা'র খাদ্যজাত ব্যবসা শক্তিশালীকরণ কর্মসূচির হালনাগাদ তথ্য	২৯

ক্রমিক নং	**৪র্থ অধ্যায়**	পৃষ্ঠা নং
১	২০২০-২১ অর্থবছরে জয়িতা ফাউন্ডেশন কর্তৃক পালিত গুরুত্বপূর্ণ দিবসসমূহ	৩০
২	২০২০-২১ অর্থবছরে জয়িতা ফাউন্ডেশন কর্তৃক আয়োজিত বিভিন্ন অনুষ্ঠানের ছবি	৩১

প্রথম অধ্যায়

পরিচিতি

নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে নারীকে বিভিন্ন ধরনের ব্যবসা উদ্যোগে সম্পৃক্ত হওয়ার সুযোগ ও সহায়তাদানের জন্য ১৬ নভেম্বর, ২০১১ সালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জয়িতার শুভ উদ্বোধন করেন। দেশের নারীসমাজকে ব্যবসা উদ্যোগে সম্পৃক্ত করে নারীদের সম্মানজনক জীবিকায়নে প্রয়োজনীয় সমর্থন ও সহযোগিতা করার জন্য জয়িতা ফাউন্ডেশনের সৃষ্টি। জয়িতার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা স্বতঃস্ফূর্তভাবে ঘোষণা করেন, '...যে জয়িতা আজ আমরা ঢাকায় চালু করলাম, পর্যায়ক্রমিকভাবে জেলা উপজেলা এবং ডিভিশনাল হেড কোয়ার্টারেও আমরা করতে যাচ্ছি।' তারই ধারাবাহিকতায়, জয়িতা টাওয়ার নির্মাণ প্রকল্পের আওতায় বর্তমান সরকার কর্তৃক প্রদানকৃত ঢাকার ধানমন্ডিস্থ বাড়িঃ ৪০৫/বি (পুরাতন),২০/এ (নতুন), রোডঃ ২৭ (পুরাতন), ১৬ (নতুন)তে প্রায় ১বিঘা (১৯.৯০ কাঠা) ভূমির উপর ১২ তলা জয়িতা টাওয়ার নির্মাণের কার্যক্রম চলছে। ইতিমধ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক জয়িতা টাওয়ারের খসড়া নকশা অনুমোদিত হয়েছে। এছাড়াও সরকার দেশের প্রতিটি বিভাগীয় সদরে ঢাকার অনুরূপ জয়িতা টাওয়ার নির্মাণের জন্য ১ (এক) বিঘা করে বাণিজ্যিক জমি প্রতীকীমূল্যে বরাদ্দ করেছেন।

রূপকল্প ও অভিলক্ষ্য

রূপকল্পঃ নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন

অভিলক্ষ্যঃ নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে নারী উদ্যোক্তা উন্নয়ন ও দেশব্যাপী নারীবান্ধব বিপণন নেটওয়ার্ক তৈরিকরণ।

কৌশলগত উদ্দেশ্য

ক) নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নে একটি বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠান হিসেবে জয়িতা ফাউন্ডেশনের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা;

খ) জয়িতা ফাউন্ডেশনের আওতায় কর্মরত তৃণমূল পর্যায়ের নারী উদ্যোক্তা সমিতিসমূহের ব্যবসা অনুকূল প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি করা;

গ) সকল প্রয়োজনীয় সহায়তা সেবা প্রদান ও ব্যবসা অনুকূল পরিবেশ সৃজনসহ নারীবান্ধব ভৌত বাজার কাঠামো গড়ে তোলা;

ঘ) বহুমূখী ব্যবসা উদ্যোগের জন্য নারীদেরকে সক্ষম ও দক্ষ করে গড়ে তোলা;

ঙ) নতুন নতুন পণ্য উদ্ভাবন/উৎপাদনে সহায়তা করা।

গঠন

- মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দিক নির্দেশনায় মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের আওতায় বাস্তবায়নের জন্য ফেব্রুয়ারি ২০১১ থেকে জুন ২০১৩ মেয়াদে "**নারী উদ্যোক্তা উন্নয়ন প্রয়াস কর্মসূচি**"র কার্যক্রম শুরু হয়। নারী উদ্যোক্তাদের জন্য '**মহিয়সী**' বিপণন কেন্দ্রটিকে পরবর্তীতে "**জয়িতা**" নামকরণ করা হয়।
- পরবর্তীকালে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এক সভায় কর্মসূচি থেকে ফাউন্ডেশনে রূপান্তরের বিভিন্ন দিক নির্দেশনা দেওয়া হয়। পর্যায়ক্রমে মে ১৫, ২০১৩ ও জুলাই ০৭, ২০১৩ তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় বিস্তারিত আলোচনাপূর্বক সর্বসম্মতিক্রমে ফাউন্ডেশন গঠনের জন্য Memorandum of Association and Rules and Regulations চূড়ান্ত করা হয়।
- জয়িতা ফাউন্ডেশন Societies Registration Act-1860 এর আওতায় একটি অলাভজনক ও স্বশাসিত প্রতিষ্ঠান হিসেবে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন Joint Stock Companies and Firms এ নিবন্ধনকৃত।

- Memorandum of Association and Rules and Regulations অনুযায়ী নীতি নির্ধারণী থেকে বাস্তবায়ন পর্যন্ত বিভিন্ন স্তরে ৪ টি এক্সিকিউটিভ বডি (Executive Body) কাজ করে।
    - জেনারেল কাউন্সিল
    - বোর্ড অব গভর্নরস
    - এক্সিকিউটিভ কমিটি
    - অপারেশনাল সেট আপ
- Memorendum of Association and Rules and Regulations অনুযায়ী জয়িতা ফাউন্ডেশনের বোর্ড অব গভর্নরস জয়িতা ফাউন্ডেশনের নীতি নির্ধারণের সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষ।
- মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী পদাধিকার বলে ২৯ সদস্য বিশিষ্ট বোর্ড অব গভর্নরস এর চেয়ারপার্সন।

চলমান প্রকল্পসমূহ

- "জয়িতা টাওয়ার নির্মাণ" প্রকল্প
- "জয়িতা ফাউন্ডেশনের সক্ষমতা বিনির্মাণ" প্রকল্প

চলমান কর্মসূচি

জয়িতা-র খাদ্যজাত ব্যবসা শক্তিশালীকরণ কর্মসূচিঃ

তিন বছর মেয়াদি খাদ্যজাত ব্যবসা শক্তিশালীকরণ কর্মসূচিটির মেয়াদ ৩০ জুন ২০১৯ তারিখ শেষ হয়ে যায়। পরবর্তী সময়ে ২০১৯-২০ এবং২০২০-২১ অর্থবছরের জন্য No Cost Extension করা হয়।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ক.১ জয়িতা ফাউন্ডেশনের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সংখ্যাঃ

অনুমোদিত পদ	পূরণকৃত পদ	শূন্যপদ
৩৩	২৩	১০
মোট ৩৩	২৩	১০

ক.২ শূন্যপদের বিন্যাসঃ

অতিরিক্ত সচিব/তদুর্ধ্ব পদ	জেলা কর্মকর্তার পদ	অন্যান্য ১ম শ্রেণির পদ	২য় শ্রেণির পদ	৩য় শ্রেণির পদ	৪র্থ শ্রেণির পদ	মোট
০	০	১০	০	০	০	১০

জয়িতা ফাউন্ডেশনের ২০১৯-২০ ও ২০২০-২১ অর্থবছরে বরাদ্দকৃত অর্থ ও ব্যয়ের পরিমাণ

- **২০১৯-২০ অর্থবছরে মূল বরাদ্দঃ** ৬,২০,০০,০০০/- টাকা

  ২০১৯-২০ অর্থবছরের প্রকৃত ব্যয়ঃ ৬,০৫,৬২,৫০৪.১/- টাকা

  অব্যয়িত অবশিষ্ট অর্থঃ ১৪,৩৭,৪৯৫.৯/- টাকা

- **২০২০-২১ অর্থবছরে মূল বরাদ্দঃ** ৬, ৮৬,০০,০০০/- টাকা

  ২০২০-২১ অর্থবছরের প্রকৃত ব্যয়ঃ ৬, ৭২, ৫৫, ৭১২/- টাকা

  অব্যয়িত অবশিষ্ট অর্থঃ ১৩, ৪৪,২৮৮/- টাকা

জয়িতা ফাউন্ডেশনের শাখাসমূহ

- প্রশাসন শাখা
- সমন্বয় শাখা
- বাজেট, ও অডিট শাখা
- আর্থিক ব্যবস্থাপনা শাখা
- আইসিটি শাখা
- পরিকল্পনা, উন্নয়ন ও গবেষণা শাখা
- এম আই এস
- বিপণন ও সম্প্রসারণ শাখা
- প্রমোশন শাখা
- কারুশিল্প শাখা
- ফ্যাশন/ডিজাইন শাখা
- প্রশিক্ষণ ও মানব সম্পদ উন্নয়ন শাখা
- আইন শাখা
- ক্রয় ও ভান্ডার ব্যবস্থাপনা শাখা

জয়িতা ফাউন্ডেশনের বিভিন্ন শাখার কার্যক্রম

প্রশাসন শাখার কার্যক্রম

১. কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের মধ্যে কর্মবন্টন, আঞ্চলিক ও অভ্যন্তরীণ বদলী।
২. জনবল কাঠামো নির্ধারণ, প্রস্তুত ও প্রয়োজনীয় অনুমোদনের ব্যবস্থাকরণ।
৩. কর্মকর্তা/ কর্মচারদের নিয়োগ, পদোন্নতি, সিলেকশন গ্রেড ও উচ্চতর বেতন স্কেল প্রদান।
৪. কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদন প্রেরণ ও সংরক্ষণ।
৫. কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের ব্যক্তিগত নথি, যোগদান, ছাড়পত্র ও ছুটি।
৬. সিটিজেন চার্টার প্রস্তুত ও প্রকাশ।
৭. কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পেনশন মঞ্জুরী ও পিআরএল তালিকা হালনাগাদকরণ।
৮. আঞ্চলিক কার্যালয়সমূহের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের কর্মবন্টন।
৯. আঞ্চলিক কার্যালয়সমূহের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের নিয়োগ, পদোন্নতি, ছুটি।
১০. জয়িতা বিপণন ফ্লোরসমূহের জনবল ব্যবস্থাপনা।
১১. জয়িতা ফাউন্ডেশন ও আঞ্চলিক কার্যালয়ের জনবল নিয়োগ।
১২. আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে জনবল নিয়োগ।
১৩. নিয়োগ কমিটি গঠন।
১৪. জয়িতা ফাউন্ডেশনের জন্য পরামর্শক নিয়োগ।
১৫. কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের পেশাগত অসদাচারণ, অপরাধ ও শৃঙ্খলা ব্যবস্থাপনা।
১৬. অফিস স্পেস বরাদ্দ সংক্রান্ত কাজ এবং কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের কক্ষ বরাদ্দ।
১৭. চিঠি-পত্র গ্রহণ ও প্রেরণ।
১৮. ড্রাইভারদের ছুটি ও অন্যান্য বিষয়।
১৯. ক্রয় কমিটি ও অন্যান্য কমিটি গঠন।
২০. গাড়ীর জ্বালানী ইস্যু, বিল পরিশোধ ও লগ বহি সংরক্ষণ।
২১. কর্মকর্তাদের অফিসে যাতায়াত সংক্রান্ত যানবাহন ব্যবস্থাপনা।
২২. কম্পিউটারে ইন্টারনেট সংযোগ ও আবাসিক টেলিফোনে এ.ডি.এস.এল. সংযোগ।
২৩. অফিসের ভাড়া, সার্ভিস চার্জ, বিদ্যুৎ বিল, পানি বিল, গ্যাস বিল ও ইন্টারনেট বিল পরিশোধ।
২৪. প্রয়োজনে বিশেষ অনুষ্ঠানের জন্য গাড়ী, স্থান ভাড়া করা।
২৫. কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সময় সময় প্রদত্ত অন্যান্য কার্যাবলী।

জনবল ব্যবস্থাপনা, নিয়োগ সংক্রান্ত কার্যক্রম,কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কর্মবণ্টন, বদলী, পদোন্নতি, ছুটি, শৃঙ্খলা ব্যবস্থাপনা, কমিটি গঠন, সরাসরি ক্রয় ব্যতীত সকল প্রকার ক্রয় কার্যক্রম সম্পাদন, যানবাহন ব্যবস্থাপনাসহ অফিস স্ট্যাবলিশমেন্ট সংক্রান্ত সকল প্রকার কার্যক্রম প্রশাসন শাখা সম্পাদন করে থাকে। প্রশাসন শাখা কর্মকর্তা-কর্মচারী, নারী উদ্যোক্তা ও সাধারণ নাগরিকদের সুবিধার্থে সিটিজেন চার্টার প্রস্তুত ও প্রকাশের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকে। এছাড়াও প্রশাসন শাখা কর্তৃক গাড়ী ব্যবস্থাপনা, গাড়ীর জ্বালানী ইস্যু, বিল পরিশোধ ও লগ বহি সংরক্ষণ, কর্মকর্তাদের অফিসে যাতায়াত সংক্রান্ত যানবাহন ব্যবস্থাপনা, কম্পিউটারে ইন্টারনেট সংযোগ ও আবাসিক টেলিফোনে এ.ডি.এস.এল. সংযোগ, অফিসের ভাড়া, সার্ভিস চার্জ, বিদ্যুৎ বিল, পানি বিল, গ্যাস বিল ও ইন্টারনেট বিল পরিশোধ সংক্রান্ত কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়। বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, দপ্তর সংস্থা ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান হতে আগত চিঠি/ডাক গ্রহণ, এবং ডাক রেজিস্ট্রার ব্যবস্থাপনার কার্যক্রম প্রশাসন শাখা কর্তৃক গৃহীত হয়। এছাড়াও কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সময় সময় প্রদত্ত অন্যান্য কার্যাবলী সম্পাদন করা হয়।

অর্থ ও বাজেট শাখার কার্যক্রম

১. জয়িতা ফাউন্ডেশনের রাজস্ব বাজেট প্রণয়ন ও বিওজিতে উপস্থাপন।

২. মধ্যমেয়াদী বাজেট কাঠামো (এমটিবিএফ) প্রণয়ন।

৩. সংশোধিত বাজেট প্রণয়ন, অর্থ উপযোজন।

৪. অব্যয়িত অর্থের হিসাব সংগ্রহ, সমন্বয় এবং অর্থ বিভাগে ও সিএও অফিসে প্রেরণ।

৫. বার্ষিক আর্থিক প্রতিবেদন প্রণয়ন।

৬. ব্যাংক হিসাব সংরক্ষণ।

৭. ক্যাশ বই সংরক্ষণ।

৮. আয়ন ব্যয়ন কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্ব পালন।

৯. তাৎক্ষণিক ব্যয় নির্বাহের জন্য ইমপ্রেস্ট ফান্ড (Imprest Fund) সংরক্ষণ ও ব্যয়ের সমন্বয়করণ।

১০. প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তার কার্যালয়ের সাথে যাবতীয় আয় ব্যয়ের হিসাব রিকনসিলিয়েশন।

১১. কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বেতন নির্ধারন, বেতন বিল/ ভ্রমণ বিলসহ অন্যান্য সকল বিল প্রণয়ন ও পাসের ব্যবস্থা গ্রহণ।

১২. অর্জিত ছুটির সংরক্ষণ এবং সাধারণ ভবিষ্য তহবিল এর বাৎসরিক হিসাব প্রদান, ভবিষ্যৎ তহবিলের অগ্রিম গ্রহণ।

১৩. জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অনুষ্ঠানাদির ব্যয় নির্বাহের জন্য বিল প্রণয়ন, অনুমোদন এবং ব্যয় সমন্বয়।

১৪. কর্মকর্তা / কর্মচারীদের পেনশন ও আনুতোষিক এর হিসাব।

১৫. রাজস্ব ও উন্নয়ন বাজেটের অডিট নিষ্পত্তিতে দ্বিপক্ষীয় ও ত্রিপক্ষীয় সভা আহ্বানসহ প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ।

১৬. অডিট সংক্রান্ত পাবলিক একাউন্টস কমিটি ও সিএজি অফিসের সাথে যোগাযোগ, সভায় যোগদান এবং প্রতিবেদন প্রেরণ।

১৭. সরকারী অডিট টিমকে সার্বিক সহযোগিতা করা।

১৮. কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সময় সময় প্রদত্ত অন্যান্য কার্যাবলী।

সমন্বয় শাখার কার্যক্রম

১. ফাউন্ডেশনের বোর্ড অব গভর্নরস সভা অনুষ্ঠান ও কার্যক্রমের বাস্তবায়ন।

২. মাসিক সমন্বয় সভা অনুষ্ঠান ও কার্যক্রম বাস্তবায়ন।

৩. মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনা বাস্তবায়ন।

৪. জাতীয় সংসদের প্রশ্নোত্তর, সংসদীয় স্থায়ী কমিটিতে প্রেরিতব্য প্রতিবেদন।

৫. মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরিতব্য মাসিক, ত্রৈমাসিক ও বার্ষিক প্রতিবেদন প্রস্তুত ও প্রেরণ।

৬.ফাউন্ডেশনের কর্মকান্ডের মাসিক, বার্ষিক ও ০৫ বছরের তথ্যাদি সংগ্রহ এবং মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রতিবেদন প্রেরণ।

৭. ফাউন্ডেশন সম্পর্কিত মন্ত্রিপরিষদের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতির প্রতিবেদন সংগ্রহ ও প্রেরন।

৮.জাতীয় সংসদের অধিবেশনে মহামান্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রদেয় ভাষণে অন্তভূর্ক্তির জন্য তথ্যাদি মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ;

৯. অন্যান্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক চাহিত মতামত/তথ্যাদি সরবরাহ।

১০. মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস এবং বিজয় দিবসসহ সকল জাতীয় দিবসসমূহ পালন।

১১. ফাউন্ডেশনের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রস্তুতকরণ।

১২. কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সময় সময় প্রদত্ত অন্যান্য কার্যাবলী।

জয়িতা ফাউন্ডেশনের Memorandum of Associations and Rules of Regulation অনুযায়ী বছরে জয়িতা ফাউন্ডেশনের বোর্ড অব গভর্নরস (BOG) এর কমপক্ষে ৩টি সভা অনুষ্ঠিত হতে হবে। জয়িতা ফাউন্ডেশনের বোর্ড অব গভর্নরস সভা আয়োজন, সভার কার্যবিবরণী প্রণয়ন ও সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম সমন্বয় শাখা কর্তৃক কর্মকর্তা সম্পাদন করে।

এছাড়া ফাউন্ডেশনের মাসিক সমন্বয় সভা আয়োজন ও কার্যবিবরণী প্রণয়ন এবং প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের সমন্বয় সভার জন্য তথ্য প্রেরণ সমন্বয় শাখার কার্যক্রম। সমন্বয় শাখা মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরিতব্য মাসিক, ত্রৈমাসিক ও বার্ষিক প্রতিবেদন প্রস্তুত ও প্রেরণ করে, জাতীয় সংসদের প্রশ্নোত্তর প্রেরণ, সংসদীয় স্থায়ী কমিটিতে প্রেরিতব্য প্রতিবেদন প্রস্তুত ও প্রেরণ এবং ফাউন্ডেশনের কর্মকান্ডের মাসিক, বার্ষিক ও ০৫ বছরের তথ্যাদি সংগ্রহ এবং মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রতিবেদন প্রেরণ সম্পর্কিত কার্যাবলী সম্পাদন করে।

এছাড়া জাতীয় সংসদের অধিবেশনে মহামান্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রদেয় ভাষণে অন্তভূর্ক্তির জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে তথ্যাদি প্রেরণ করে। সমন্বয় শাখা মহান স্বাধীনতা দিবস, বিজয় দিবস, নারী দিবসসহ সকল জাতীয় দিবসসমূহ পালন করে এবং জয়িতা ফাউন্ডেশনের বিভিন্ন অনুষ্ঠান উৎসবাদি উদযাপন সংক্রান্ত কার্যক্রম সম্পাদন করে। সমন্বয় শাখা জয়িতা ফাউন্ডেশনের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রস্তুত ও প্রকাশ করে। এছাড়াও কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সময় সময় প্রদত্ত অন্যান্য কার্যাবলী সম্পাদন করে।

বিপণন ও সম্প্রসারণ শাখার কার্যক্রম

১. নারী উদ্যোক্তাদের জন্য দেশব্যাপী একটি আলাদা নারীবান্ধব বিপণন নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা।

২. নারীবান্ধব বিপণন নেটওয়ার্ক গ্রাম থেকে শহর অবধি, উৎপাদন থেকে বিপণন পর্যন্ত আলাদা সাপ্লাই চেইন গড়ে তুলে নারীদের সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে চেইনের বিভিন্ন পর্যায়ে তাদেরকে অর্থনৈতিকভাবে নিয়োজিত করা।

৩. সকল প্রয়োজনীয় সহায়তা সেবা প্রদান ও ব্যবসা অনুকূল পরিবেশ সৃজনসহ নারীবান্ধব ভৌত বাজার কাঠামো গড়ে তোলা।

৪. বহুমূখী ব্যবসা উদ্যোগের জন্য নারীদের প্রয়োজনীয় সক্ষমতা ও দক্ষতা বৃদ্ধি।

৫. নারী উদ্যোক্তাদের জন্য আঞ্চলিক, জেলা, বিভাগীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে মেলার আয়োজন।

৬. আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলার আয়োজন।

৭. বাংলাদেশে প্রচলিত ও বিলুপ্ত প্রায় হস্তশিল্প ও কারুশিল্পজাত পণ্য ও এ সকল পণ্যের সাথে জড়িত নারী উদ্যোক্তা অন্বেষণ ও তাদের উন্নয়নে কার্যক্রম গ্রহণ।

৮. জয়িতা বিপণন কেন্দ্রসমূহে উদ্যোক্তাদের মধ্যে স্টল বরাদ্দকরণ।

৯. জয়িতার প্রচার সংক্রান্ত অন্যান্য যাবতীয় কার্যক্রম।

১০. কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সময়ে সময়ে প্রদত্ত অন্যান্য কার্যাবলী।

উন্নয়নের মূল স্রোত-ধারায় নারী উদ্যোক্তাদের অন্তর্ভুক্তি এবং নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে নানাবিধ উদ্যোগ গ্রহণ করা জয়িতা ফাউন্ডেশনের অন্যতম প্রধান কাজ। এ সংক্রান্ত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহঃ নারী উদ্যোক্তাদের ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ডে উৎসাহিতকরণের লক্ষ্যে নতুন উদ্যোক্তা অন্বেষণ কার্যক্রম, নারী উদ্যোক্তাদের জন্য আলাদা নারীবান্ধব বিপণন নেটওয়ার্ক গড়ে তুলতে পদক্ষেপ গ্রহণ, বহুমূখী ব্যবসা উদ্যোগের জন্য নারীদের প্রয়োজনীয় সক্ষমতা ও দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ফ্যাশন ডিজাইন খাদ্যপণ্য প্রস্তুত সহ নানাবিদ প্রশিক্ষণ পরিচালনার জন্য ভৌত অবকাঠামোগত সুযোগ সুবিধা তৈরিকরণ, নারী উদ্যোক্তাদেরকে খাদ্যপণ্যের প্রস্তুত প্রণালী ও এ বিষয়ে ব্যবসায়িক দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশনের সাথে একাধিক প্রশিক্ষণ কোর্স পরিচালনা করা হয়েছে বিপণন শাখা কর্তৃক। নারীবান্ধব বাংলা খাবারের আধুনিক ফুড কোর্ট সংস্কার এবং খাদ্যপণ্যের ব্যবসা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে নানা উদ্যোগ গ্রহণ, উদ্যোক্তাদের ব্যবসায়িক প্রসারের জন্য বানিজ্য মেলাসহ বিভিন্ন মেলায় অংশগ্রহণ করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ, নারী উদ্যোক্তাদের নতুন ব্যবসা উদ্যোগ নার্সারি ব্যবসা পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে বিপণন ও সম্প্রসারণ শাখা। উদ্যোক্তাদের ব্যবসায়িক কার্যক্রম সহজিকরণের লক্ষ্যে জয়িতা অ্যাপস চালু করা হয়েছে। উদ্যোক্তাদের ব্যবসার এবং পণ্যের প্রচারের জন্য নানাবিধ কার্যক্রম গ্রহণ এবং জয়িতা বিপণন কেন্দ্রেসমূহে উদ্যোক্তাদের মধ্যে স্টল বরাদ্দকরণ সংক্রান্ত কাজ বিপণন ও সম্প্রসারণ শাখা সম্পাদন করে।

প্রমোশন শাখার কার্যক্রম

১. জয়িতা ফাউন্ডেশনের আওতায় কর্মরত তৃণমূল পর্যায়ের নারী উদ্যোক্তা সমিতিসমূহের ব্যবসানুকূল প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি করা।

২. সৃজনশীল ভাবনা উৎসাহিতকরণসহ পেশাগত মান উন্নয়নে চাহিদা-ভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে অব্যহতভাবে সেবার গুণগত মান উন্নয়নের ব্যবস্থা করা।

৩. সেবার গুণগত মান উন্নয়নে নারী উদ্যোক্তাসহ সকল স্টেক হোল্ডারদের মতামত গ্রহণ করা।

৪. নারী উদ্যোক্তাদের পেশাদারিত্ব ও সৃজনশীলতার উন্নয়নে উৎসাহ প্রদান করা।

৫. সকল ধরনের সৃজনশীল ধ্যান ধারণা উৎসাহিত করা।

৬. সৃজনশীল ধ্যান ধারণা বাস্তবায়নে সুফল পেলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি/দলকে পুরস্কৃত করা।

৭. জয়িতার অনলাইন ব্যবসা সম্পর্কিত যাবতীয় কার্যক্রম।

৮. কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সময়ে সময়ে প্রদত্ত অন্যান্য কার্যাবলী।

জয়িতা ফাউন্ডেশনের প্রচার সংক্রান্ত কার্যক্রম প্রমোশন শাখা কর্তৃক সম্পন্ন করা হয়। জয়িতা ফাউন্ডেশন এবং জয়িতার ব্র্যান্ডিং অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য নারী উদ্যোক্তাদেরকে সকল ধরনের সৃজনশীল ধ্যান ধারণায় উৎসাহিত করা এবং সে অনুযায়ী প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা, সৃজনশীল ধ্যান ধারণা বাস্তবায়নে সুফল পেলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি/দলকে পুরস্কৃত করা, নারী উদ্যোক্তাদের পেশাদারিত্ব ও সৃজনশীলতার উন্নয়নে উৎসাহ প্রদান করার মাধ্যমে জয়িতার ব্র্যান্ডিং করা, বিভিন্ন স্টেকহোল্ডার কিংবা অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সাথে সংযুক্ত হয়ে জয়িতার প্রচার ও প্রসারে কাজ করা প্রমোশন শাখার কার্যক্রম। এছাড়াও প্রমোশন শাখা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সময়ে সময়ে প্রদত্ত অন্যান্য কার্যাবলী সম্পাদন করে।

এম আই এস শাখার কার্যক্রম

১. জয়িতা ফাউন্ডেশনের প্রকাশনা সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম পরিচালনা, সম্পাদন।

২. জয়িতা ফাউন্ডেশনের প্রধান বার্তাসমূহ অন্যান্য সরকারী প্রতিষ্ঠান ও জনগনের মধ্যে সম্প্রচারের ব্যবস্থাকরণ।

৩. গণমাধ্যমগুলোর সঙ্গে জয়িতার প্রচার বিষয়ে কাজ করার জন্য যোগাযোগ এবং কর্মসম্পর্ক স্থাপন করা।

৪. জয়িতার ব্রশিউর এবং নিউজ লেটার তৈরী ও বিতরণ।

৫. কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সময়ে সময়ে প্রদত্ত অন্যান্য কার্যাবলী।

আইসিটি শাখার কার্যক্রম

১. ফাউন্ডেশনের ওয়েবসাইট হালনাগাদ করন।

২. ফাউন্ডেশনের কর্মকর্তা / কর্মচারীগণের নিয়োগ এবং পেশাগত তথ্য সংগ্রহ এবং হালনাগাদকরণ।

৩. ফাউন্ডেশনের কর্মকর্তা / কর্মচারীগণের জন্য নিয়মিত সফটওয়ার কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কোর্স এর আয়োজন।

৪. নতুন কম্পিউটার প্রযুক্তি (সফটওয়ার) সম্পর্কে কর্মকর্তা / কর্মচারীদেরকে অবহিতকরণ ও প্রশিক্ষণ আয়োজন।

৫. কম্পিউটার সংক্রান্ত বই, জার্নাল, ম্যাগাজিন, নীতিমালা, প্রভৃতি সংগ্রহ প্রতিপালন।

৬. ইনোভেশন টিম এর সাথে যোগাযোগ রক্ষা ও প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের সহায়তা প্রদান।

৭. তথ্য অধিকার আইনের আওতাধীন যাবতীয় কার্যক্রম পরিচালনা।

৮. অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা (GRS) বাস্তবায়ন।

৯. জাতীয় শুদ্ধাচার কৈশল (NIS) বাস্তবায়ন।

১০. উত্তম চর্চাসমূহের (best practices) বাস্তবায়ন।

১১. ই-নথি সংক্রান্ত কার্যক্রম।

১২. বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি প্রণয়ন, সম্পাদন, বাস্তবায়ন ও মনিটরিং।

১৩. কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সময় সময় প্রদত্ত অন্যান্য কার্যাবলী।

জয়িতা ফাউন্ডেশনের আইসিটি শাখা জয়িতা ফাউন্ডেশনের ওয়েবসাইট হালনাগাদ করে। ইনোভেশন সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় কার্যক্রম সম্পাদন করে। ইনোভেশন টিম এর সাথে যোগাযোগ রক্ষা ও প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের সহায়তা প্রদান করে। এছাড়াও তথ্য অধিকার আইনের আওতাধীন যাবতীয় কার্যক্রম পরিচালনা, অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা (GRS) বাস্তবায়ন, জাতীয় শুদ্ধাচার কৈশল (NIS) বাস্তবায়ন, উত্তম চর্চাসমূহের (best practices) বাস্তবায়ন এবং ই-নথি সংক্রান্ত কার্যক্রমবাস্তবায়ন করে। কম্পিউটার সংক্রান্ত বই, জার্নাল, ম্যাগাজিন, নীতিমালা, প্রভৃতি সংগ্রহ প্রতিপালন ও নতুন কম্পিউটার প্রযুক্তি (সফটওয়ার) সম্পর্কে কর্মকর্তা/ কর্মচারীদেরকে অবহিতকরণ ও প্রশিক্ষণ আয়োজন করা উক্ত শাখার কার্যক্রম। এছাড়াও কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সময়ে সময়ে প্রদত্ত অন্যান্য কার্যাবলী আইসিটি শাখা সম্পাদন করে। ২০১৯-২০ ও ২০২০-২১ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি প্রণয়ন, সম্পাদন, বাস্তবায়ন ও মনিটরিং কার্যক্রম আইসিটি শাখা কর্তৃক বাস্তবায়িত হয়েছে।

আর্থিক ব্যবস্থাপনা শাখার কার্যক্রম

১. ক্ষুদ্রঋণ নীতিমালা প্রণয়ন ও হালনাগাদকরণ।

২. বিপণন কেন্দ্র ও ফুড কোর্টের ভাড়া আদায়, ব্যাংকে জমা ও হিসাব সমন্বয় সংক্রান্ত ব্যবস্থাপনা।

৩. উদ্যোক্তাদের প্রণোদনা সংক্রান্ত কার্যক্রম ।

৪. সিড ক্যাপিটাল ব্যবস্থাপনা ।

৫. অর্জিত ছুটির সংরক্ষণ এবং সাধারণ ভবিষ্য তহবিল এর বাৎসরিক হিসাব প্রদান, ভবিষ্যৎ তহবিলের অগ্রিম গ্রহণ।

প্রণোদনা ঋণ বিতরন:

করোনা ভাইরাস জনিত (কোভিড-১৯) পরিস্থিতিতে দেশের অর্থনৈতিক ক্ষতি মোকাবেলায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গত ০৫ এপ্রিল ২০২০ তারিখে কুটির, অতিক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি (সিএমএসএমই) খাতের জন্য ২০,০০০ (বিশ হাজার) কোটি টাকার প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা করেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত আর্থিক প্রণোদনা প্যাকেজের আওতায় ঋণ প্রদানের লক্ষ্যে জয়িতা বিপণন কেন্দ্রের ক্ষতিগ্রস্ত নারী উদ্যোক্তাদের অবেদন এর আহবান করা হয়। আবেদনকৃত নারী উদ্যোক্তাদের লক ডাউন পরিস্থিতিতে ব্যবসা ক্ষতির কথা বিবেচনা করে অগ্রণী ব্যাংক লিঃ এর মাধ্যমে ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়। অগ্রণী ব্যাংক লিঃ এর মোহাম্মদপুর ও ধানমন্ডি শাখা হতে ২০২০-২১ অর্থবছরে জয়িতা বিপণন কেন্দ্রের ক্ষতিগ্রস্ত ৩০ জন নারী উদ্যোক্তার মধ্যে ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা হারে ঋণ প্রদান করা হয়।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত আর্থিক প্রণোদনা প্যাকেজের আওতায় কুটির, অতিক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তা, বিশেষ করে পল্লী ও প্রান্তিক পর্যায়ের উদ্যোক্তারা কাঙ্খিত মাত্রায় ঋণ প্রাপ্ত হয়নি- এমন বাস্তবতার প্রেক্ষিতে সরকার পল্লী এলাকার প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে কুটির, অতিক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পখাতকে লক্ষ্য করে ঋণদান কার্যক্রম সম্প্রসারণের জন্য ১৫০০ (পনের শত) কোটি টাকার নতুন প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা করে। উক্ত প্যাকেজের আওতায় জয়িতা ফাউন্ডেশনের জন্য মোট ৫০ (পঞ্চাশ) কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়, যার মধ্যে অর্থ বিভাগের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী জয়িতা ফাউন্ডেশন উক্ত টাকা নারী উদ্যোক্তোদের অনুকূলে ঋণ হিসেবে বিতরণের লক্ষ্যে উদ্যোগ ও পরিকল্পনা গ্রহণ করে। জয়িতা ফাউন্ডেশনের নিজস্ব কোন ঋণ কর্মসূচি নেই। জয়িতা ফাউন্ডেশনের পরিচালক পর্ষদের (BOG) ১৭ তম সভায় 'ঋণ বিতরণ নীতিমালা' অনুমোদনের পর উক্ত নীতিমালা অনুযায়ী এবং ব্যাংকের প্রতিনিধিবৃন্দের সাথে সম্পাদিত চুক্তি (MOU) এর মাধ্যমে ঋণ বিতরণ প্রক্রিয়া শুরু করে।

সারাদেশ থেকে করোনায় ক্ষতিগ্রস্ত কুটির, অতিক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি পর্যায়ের ৯৯ জন নারী উদ্যোক্তার মাঝে গত ২০২০-২১ অর্থবছর উক্ত ১০ (দশ) কোটি টাকা ঋণ বিতরণ সম্পন্ন করে।

জয়িতা ফাউন্ডেশন কর্তৃক উক্ত প্রণোদনা ঋণ বিতরণ এর ক্ষেত্রে যে বিষয়গুলো উল্লেখ করা যায়ঃ

লক্ষ্য: করোনা মহামারি (কোভিড-১৯) পরিস্থিতিতে দেশের অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধার ত্বরান্বিতকরণ এবং পল্লী এলাকার প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন।

উদ্দেশ্য: করোনার কারণে ক্ষতিগ্রস্ত গ্রামীণ ও প্রান্তিক পর্যায়ের অতিক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি নারী উদ্যোক্তাদের অনুকূলে সহজশর্তে, স্বল্পসুদে এবং স্বল্প সময়ের মধ্যে ঋণ বিতরণের মাধ্যমে তাদের ব্যবসা চালু, সম্প্রসারণ ও টেকসই করা।

ঋণ প্রাপ্তির জন্য যোগ্যতা, ঋণের পরিমাণ, সুদের হার ও মেয়াদ

ঋণ প্রাপ্তির জন্য যোগ্যতা: করোনা মহামারির কারণে গ্রামীণ এবং প্রান্তিক পর্যায়ের ক্ষতিগ্রস্ত অতিক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি নারী উদ্যোক্তা, বিশেষ করে যারা-

- জয়িতা ফাউন্ডেশনে রেজিষ্ট্রেশনকৃত নারী উদ্যোক্তা
- মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থায় রেজিষ্ট্রেশনকৃত নারী উদ্যোক্তাগণ
- সরকারের প্রথম দফার প্রণোদনার আওতায় ঋণপ্রাপ্ত হননি এধরণের নারী উদ্যোক্তা
- অগ্রাধিকারভুক্ত এসএমই সাব-সেক্টর এবং ক্লাস্টারের সাথে সংশ্লিষ্ট নারী উদ্যোক্তা (ভ্যালু চেইনের আওতাভুক্ত নারী উদ্যোক্তা)
- পশ্চাদপদ অঞ্চল, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী, শারীরিকভাবে অক্ষম নারী উদ্যোক্তা এবং
- দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে অবস্থিত ট্রেডবডি, এসএমই এসোসিয়েশন, নারী উদ্যোক্তা সংগঠন, নাসিব, নারী উদ্যোক্তা নিয়ে কাজ করে এধরণের সরকারি-বেসরকারি সংস্থাসহ জেলা ও উপজেলা প্রশাসনের সুপারিশকৃত নারী উদ্যোক্তা ইত্যাদি।

ঋণের পরিমাণ: গ্রাহক পর্যায়ে ঋণের পরিমাণ ন্যূনতম ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা হতে সর্বোচ্চ ৫০ (পঞ্চাশ) লক্ষ টাকা পর্যন্ত।

ঋণের প্রকৃতি ও উদ্দেশ্য: করোনাভাইরাস পরিস্থিতিতে ক্ষতিগ্রস্ত অতিক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি নারী উদ্যোক্তাদের ব্যবসা চালু, পরিচালনার জন্য চলতি মূলধনী ঋণ এবং কিস্তিভিত্তিক ঋণসহ মূলধনী যন্ত্রপাতি সংগ্রহ এবং ব্যবসার সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে ঋণ বিতরণ করা।

গ্রাহক পর্যায়ে সুদের হার: গ্রাহক পর্যায়ে ঋণের সুদের হার হবে সর্বোচ্চ ৪%, যা ক্রমহ্রাসমান স্থিতি (রিডিউসিং ব্যালেন্স) পদ্ধতিতে হিসাবায়ন হবে। ব্যাংক নারী উদ্যোক্তাদের নিকট হতে এ হারের অধিক সুদ আদায় করতে পারবে না।

গ্রাহক পর্যায়ে ঋণ পরিশোধের মেয়াদ: গ্রাহক পর্যায়ে ঋণ পরিশোধের সময়সীমা হবে সর্বোচ্চ ২ (দুই) বছর, যা ৬ (ছয়) মাসের গ্রেস পিরিয়ডসহ সর্বোচ্চ ১৮ (আঠার) টি সমান মাসিক কিস্তিতে আদায়/পরিশোধযোগ্য হবে। তবে ব্যাংকার-কাস্টমার সম্পর্কের ভিত্তিতে সর্বোচ্চ ২৪ (চব্বিশ) টি সমান মাসিক কিস্তিতে পরিশোধ করা যাবে।

বিশেষ অগ্রাধিকার: ঋণের গ্রাহক নির্বাচন ও ঋণ বিতরণের ক্ষেত্রে গ্রামীন ও প্রান্তিক নারী উদ্যোক্তাদের বিশেষ অগ্রাধিকার প্রদান করা হবে।

সীড ক্যাপিটাল

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা লিঙ্গসমতাভিত্তিক সমাজ বিনির্মাণের এক অনন্য প্রতীক । আর নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের মাধ্যমেই লিঙ্গ সতাভিত্তিক সমাজ বিনির্মাণ প্রক্রিয়া তরান্বিত করা সম্ভব। দক্ষ মানব সম্পদ নিশ্চিত করণ, সামাজিক ন্যায়পরায়নতা বৃদ্ধি, ২০২১ সালের মধ্যে দেশকে মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীতকরণ, ২০৩০ সালের মধ্যে SDG (sustainable development goals) অর্জন এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশের সারিতে বাংলাদেশকে উন্নীত করণে সরকার দৃঢ় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এরই ধারাবাহিকতায় নারীর প্রতি বিশেষ অগ্রাধিকার বিবেচনার করে নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নকে নিশ্চিতকরণের প্রত্যয়ে দেশের নারী সমাজের উন্নয়নের লক্ষ্যে জয়িতা ফাউন্ডেশনকে আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী করার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ১০০ (একশত) কোটি টাকা সীড ক্যাপিটাল প্রদানের প্রতিশ্রুতি প্রদান করেছেন। এর মধ্যে জয়িতা ফাউন্ডেশনকে ইতোমধ্যে ৪০ (চল্লিশ) কোটি টাকা প্রদান করা হয়েছে, অবশিষ্ট ৬০ (ষাট) কোটি টাকা প্রদান প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। সীড ক্যাপিটাল হিসাবে প্রাপ্ত ও ভবিষ্যতে প্রাপ্য টাকার নিরাপদ ও সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সিড ক্যাপিটাল ব্যবস্থাপনার একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। উক্ত কমিটি সীড ক্যাপিটাল তহবিলের হিসাব সংরক্ষণ করে থাকে।

বোর্ড অব গভর্নরস (BOG) এর পূর্বানুমোদন সাপেক্ষে জয়িতা ফাউন্ডেশন উক্ত সীড ক্যাপিটালের লভ্যাংশের ৮০% (আশি শতাংশ) ব্যয় করতে পারে এবং অবশিষ্ট ২০% (বিশ শতাংশ) সীড ক্যাপিটালে আসল হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হয়। সীড ক্যাপিটাল ব্যবস্থাপনা কমিটি কর্তৃক তহবিলের বিনিয়োগ, আয় ও ব্যয়ের হিসাব নির্দিষ্ট সময়ান্তে প্রতিবেদন প্রস্তুত করে প্রয়োজন মোতাবেক সেই প্রতিবেদন বোর্ড অব গভর্নরস (BOG) ও সরকারের নিকট দাখিল করে থাকে।

জয়িতা বিপণন কেন্দ্রের স্টল ভাড়াঃ

ধানমন্ডিস্থ রাপা প্লাজার ৪র্থ ও ৫ম তলায় অবস্থিত জয়িতা বিপণন কেন্দ্র ও জয়িতা ফুডকোর্ট এর উদ্যোক্তা সমিতিগুলো থেকে মাত্র ৫০০০/- টাকা হারে প্রতি মাসে স্টল ভাড়া আদায় করে জয়িতা ফাউন্ডেশন। আদায়কৃত ভাড়া "জয়িতা নারী উদ্যোক্তা উন্নয়ন প্রয়াস" নামে আই.এফ.আইসি (IFIC) ব্যংকের সঞ্চয়ী হিসাবটিতে জমা করা হয়।

প্রশিক্ষণ ও মানব সম্পদ উন্নয়ন শাখার কার্যক্রম

১. কর্মকর্তাদের দেশে (অভ্যন্তরীণ) ভ্রমণ ও প্রশিক্ষণ ।

২. কর্মকর্তাদের বিদেশ ভ্রমণ/ প্রশিক্ষনের জন্য অগ্রিম অর্থ উত্তোলন ও সমন্বয়করণ।

৩. কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের স্থানীয় প্রশিক্ষনের জন্য প্রশিক্ষণ ফি বাবদ অর্থ ছাড়করণ।

৪. বিদেশ ভ্রমণ ও প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত রিপোর্ট রিটার্ন গ্রহণ ও ক্ষেত্রমত প্রেরণ।

৫. জাতীয় সেমিনার, ওয়ার্কশপ, সিম্পোজিয়াম ও সম্মেলনে প্রতিনিধি প্রেরণ।

৬. জাতীয় সেমিনার, ওয়ার্কশপ, সিম্পোজিয়াম ও সম্মেলন আয়োজন।

৭. ডিজাইন সেন্টার ব্যবস্থাপনা।

৮. জিরানী প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের ব্যবস্থাপনা।

৯. এপিএ অনুযায়ী প্রশিক্ষণ ক্যালেন্ডার প্রস্তুতকরণ।

১০. প্রশিক্ষণ ক্যালেন্ডার অনুযায়ী প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা।

১১. কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সময় সময় প্রদত্ত অন্যান্য কার্যাবলী।

প্রশিক্ষণ শাখা কর্মকর্তা, কর্মচারী ও নারী উদ্যোক্তাদের জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে। এই শাখা এপিএ অনুযায়ী প্রশিক্ষণ ক্যালেন্ডার প্রস্তুত করে এবং সে অনুযায়ী বাস্তবায়ন করে। কর্মকর্তাদের দেশে (অভ্যন্তরীণ) ভ্রমণ ও প্রশিক্ষণ, কর্মকর্তাদের বিদেশ ভ্রমণ/ প্রশিক্ষনের জন্য অগ্রিম অর্থ উত্তোলন ও সমন্বয়করণ, কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের স্থানীয় প্রশিক্ষনের জন্য প্রশিক্ষণ ফি বাবদ অর্থ ছাড়করণ, বিদেশ ভ্রমণ ও প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত রিপোর্ট রিটার্ন গ্রহণ ও ক্ষেত্রমত প্রেরণ প্রশিক্ষণ শাখার কার্যক্রম। প্রশিক্ষণ শাখা প্রশিক্ষণ ক্যালেন্ডার অনুযায়ী প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করে। এছাড়াও কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সময় সময় প্রদত্ত অন্যান্য কার্যাবলী সম্পাদন করে।

পরিকল্পনা উন্নয়ন ও গবেষণা শাখার কার্যক্রম

১. বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি/ সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিভুক্ত প্রকল্প বাস্তবায়ন।

২. বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়ন।

৩. বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও সংস্থাকে উন্নয়ন প্রকল্প সম্পর্কিত তথ্য প্রদান।

৪. জয়িতা নারী উদ্যোক্তা উন্নয়ন পরিকল্পনা, কর্মসূচী প্রণয়ন, গ্রহন ও বাস্তবায়ন।

৫. আইএমইডি'তে 'আইএমইডি-০৫ ও ক্রয় সংক্রান্ত অগ্রগতি'র রিপোর্ট প্রেরণ।

৬. উন্নয়ন প্রকল্পের মাসিক পর্যালোচনা সভা/ প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির সভা অনুষ্ঠান।

৭. পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনা বাস্তবায়ন।

৮. উন্নয়ন কর্মকান্ড সংক্রান্ত বিষয়ে বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়নে তথ্য সরবরাহ।

৯. প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ও সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDG) সংশ্লিষ্ট যাবতীয় কার্যক্রম সম্পাদন।

১০. প্রকল্পসমূহ যাচাই-বাচাইপূর্বক পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ কার্যক্রম গ্রহণ ও ফলো-আপকরণ।

১১. এডিপি/ আরএডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহের মাসিক ও ত্রৈমাসিক হিসাব বিবরণী অর্থ বিভাগসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে প্রেরণ।

১২. বিভাগীয়/ আঞ্চলিক কার্যালয় স্থাপন সংক্রান্ত প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন।

১৩. বিভাগীয় ভবন নির্মানের জন্য জমি অধিগ্রহন ও নির্মানকাজ তদারকি।

১৪. জয়িতা টাওয়ার নির্মাণ প্রকল্প বাস্তবায়ন।

১৫. জয়িতা ফাউন্ডেশনের সক্ষমতা বিনির্মাণ প্রকল্প বাস্তবায়ন।

১৬. জাতিসংঘ/ ইউএনডিপি/ ইউনিসেফ/ ইউএসএফপিএ সহ সকল আন্তর্জাতিক সংস্থা সংক্রান্ত কার্যক্রম সম্পাদন।

১৭. নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নে একটি বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠান হিসেবে জয়িতা ফাউন্ডেশনের সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ।

১৮. কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সময় সময় প্রদত্ত অন্যান্য কার্যাবলী।

অসচ্ছল ও অসহায় কর্মক্ষম নারীদের জন্য জয়িতা ফাউন্ডেশন নতুন উদ্যোক্তা তৈরী ও তাদের ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে সহায়তা করার লক্ষ্যে গৃহীত কার্যক্রমগুলো ঢাকা বিভাগসহ পর্যায়ক্রমে ৮ বিভাগের বিভাগীয় জয়িতাদের মাধ্যমে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে বিস্তৃত হবে, যাতে তৃণমূল গ্রামীণ নারীগণ ব্যাপক পরিসরে উদ্যোক্তায় পরিণত হওয়ার একটি বড় প্ল্যাটফর্ম পাবেন। এটি গ্রামীণ নারীদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নে বিশেষ ভূমিকা রাখবে।

সরকার জয়িতা টাওয়ার নির্মাণের লক্ষ্যে ঢাকার ধানমন্ডিতে ১ বিঘা জমি প্রতীকী মূল্যে বরাদ্দ প্রদান করেছে। ঢাকা ছাড়াও অন্য ৭টি বিভাগেও প্রত্যেকটিতে ঢাকার অনুরূপ জয়িতা টাওয়ার নির্মাণের লক্ষ্যে প্রতীকী মূল্যে ১ বিঘা জমি প্রদান করেছে। ইতিমধ্যে ঢাকার জয়িতা টাওয়ার নির্মাণের কার্যক্রম শুরু হয়েছে। জয়িতা টাওয়ার নির্মানের জন্য খুলনা, রাজশাহী, বরিশাল, ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম, সিলেট ও রংপুর বিভাগেও গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রনালয় কর্তৃক বরাদ্দকৃত জমি অধিগ্রহন করা হয়েছে এবং বরাদ্দকৃত জমির লীজ দলিল সম্পাদনের জন্য এ পর্যন্ত ৫টি বিভাগীয় সদরে অবস্থিত জমি পরিদর্শন করা হয়েছে এবং সম্ভাব্যতা যাচাই (Feasibility study) ও ডিপিপি (DPP) প্রণয়ন করার জন্য প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

পরিকল্পনা শাখা বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি/ সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিভুক্ত প্রকল্প বাস্তবায়ন সংক্রান্ত কার্যক্রম গ্রহণ করে। জয়িতা টাওয়ার নির্মাণ প্রকল্প বাস্তবায়ন এবং জয়িতা ফাউন্ডেশনের সক্ষমতা বিনির্মাণ প্রকল্প বাস্তবায়ন উক্ত শাখার কার্যক্রম। বিভাগীয় ভবন নির্মানের জন্য জমি অধিগ্রহন ও নির্মানকাজ তদারকি ও বিভাগীয়/ আঞ্চলিক কার্যালয় স্থাপন সংক্রান্ত প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় কার্যক্রম পরিকল্পনা, উন্নয়ন ও গবেষণা শাখার কার্যক্রম। এছাড়া এডিপি/ আরএডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহের মাসিক ও ত্রৈমাসিক হিসাব বিবরণী অর্থ বিভাগসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে প্রেরণ ও জাতিসংঘ/ ইউএনডিপি/ ইউনিসেফ/ ইউএসএফপিএ সহ সকল আন্তর্জাতিক সংস্থা সংক্রান্ত কার্যক্রম উক্ত সম্পাদন করে।

বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও সংস্থাকে উন্নয়ন প্রকল্প সম্পর্কিত তথ্য প্রদান, আইএমইডি'তে 'আইএমইডি-০৫ ও ক্রয় সংক্রান্ত অগ্রগতি'র রিপোর্ট প্রেরণ, উন্নয়ন প্রকল্পের মাসিক পর্যালোচনা সভা/ প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির সভা অনুষ্ঠান, প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ও সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDG) সংশ্লিষ্ট যাবতীয় কার্যক্রম সম্পাদন এবং প্রকল্পসমূহ যাচাই-বাচাইপূর্বক পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ কার্যক্রম গ্রহণ ও ফলো-আপকরণ সংক্রান্ত কার্যক্রম উক্ত শাখার কার্যক্রম।

ফ্যাশন ডিজাইন শাখার কার্যক্রম

১. সময় উপযোগী পন্যের ডিজাইন তৈরিকরণ।

২. বিভিন্ন উৎসব এবং ঋতুকে কেন্দ্র করে অগ্রীম পোষাক ডিজাইনকরণ এবং আগ্রহী উদ্যোক্তাদের উক্ত পোষাক তৈরি করার সহযোগিতা প্রদান ।

৩. উদ্যোক্তাদের সময় উপযোগী ডিজাইন প্রশিক্ষনের জন্য উৎসাহদান ও মনোনয়ন।

৪. ডিজাইন এবং সেম্পলিং তৈরিতে প্রয়োজণীয় উপকরন সংগ্রহের ব্যবস্থা করন।

৫. পন্যের কোয়ালিটি এবং পন্য মান উন্নয়নে সার্বিক দায়িত্ব পালন।

৬. উদ্যোক্তা ও পন্য মান উন্নয়নে প্রয়োজন নিরিখে প্রশিক্ষণের জন্য সিলেকশন এবং প্রশিক্ষণ শাখাকে অবহিতকরন।

৭. ডিজাইন সেন্টার এর সাথে সমন্বিতভাবে কাজ করা।

৮. কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সময় সময় প্রদত্ত অন্যান্য কার্যাবলী।

জয়িতা'র নারী উদ্যোক্তাদের জন্য বিভিন্ন উৎসব এবং ঋতুকে কেন্দ্র করে অগ্রীম পোশাক ডিজাইনকরণ এবং আগ্রহী উদ্যোক্তাদের উক্ত পোশাক তৈরিতে সহায়তা করা ফ্যাশন ডিজাইন শাখার অন্যতম একটি কাজ। এছাড়া সময় উপযোগী পণ্যের ডিজাইন তৈরি এবং উদ্যোক্তাদের সময় উপযোগী ডিজাইন প্রশিক্ষনের জন্য উৎসাহ প্রদান ও প্রশিক্ষণের জন্য নারী উদ্যোক্তাদের মনোনয়ন, ডিজাইন এবং স্যাম্পল তৈরিতে প্রয়োজনীয় উপকরণ সংগ্রহের ব্যবস্থাকরণ, পণ্যের কোয়ালিটি ও পণ্যের মান উন্নয়নে সার্বিক দায়িত্ব পালন এবং উদ্যোক্তা ও পণ্যের মান উন্নয়নে প্রয়োজনের নিরিখে প্রশিক্ষণের জন্য সিলেকশন এবং প্রশিক্ষণ শাখাকে অবহিতকরণ, সারা দেশের সম্ভাবনাময় নারী উদ্যোক্তাদের উক্ত ট্রেড বিষয়ে এবং ফ্যাশন ডিজাইন বিষয়ে সম্যক ধারণা প্রদান করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ ও প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ উক্ত শাখার কার্যক্রম। এছাড়াও ফ্যাশন ডিজাইন শাখা লালমাটিয়ায় অবস্থিত জয়িতা ডিজাইন সেন্টারের সাথে সমন্বিতভাবে কাজ করে যাচ্ছে। ফ্যাশন ডিজাইন শাখা ফ্যাশন ডিজাইন সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম সম্পন্ন করে এবং কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সময় সময় প্রদত্ত অন্যান্য কার্যাবলী সম্পাদন করে।

২০২০-২১ অর্থবছরে প্রশিক্ষণ শাখার সাথে সমন্বিতভাবে এই শাখার তত্ত্বাবধানে নিম্নোক্ত কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে।

- জয়িতা নারী উদ্যোক্তাদের জন্য তাদের উৎপাদিত পণ্যের ডেভলপমেন্ট বিষয়ক প্রশিক্ষণ ।
- জয়িতা নারী উদ্যোক্তাদের জন্য ফ্যাশন ডিজাইন কর্মশালা ।
- বাংলাদেশের সর্বস্তর থেকে উদ্যোক্তা সৃষ্টির লক্ষ্যে দরখাস্ত আহবানের মাধ্যমে নারীদের ফ্যাশন ডিজাইন বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান ।
- উদ্যোক্তাদের সময়উপযোগী পন্যের ডিজাইন তৈরিতে সার্বক্ষনিক সহায়তা প্রদান ।
- পন্য ও সেবার গুনগত ও নান্দনিক মান নিয়ন্ত্রনের জন্য জয়িতা ফাউন্ডেশনের কর্মকর্তাদের সক্ষমতা উন্নয়নে 'বিক্রয় পরিসেবা ও বিক্রয় কেন্দ্রের পরিচর্যা ও বিক্রয় কেন্দ্রের সৌন্দর্য বর্ধনে কৌশলগত প্রক্রিয়া' বিষয়ক প্রশিক্ষণ ।
- জয়িতা ফাউন্ডেশনের কর্মকর্তাদের উৎপাদন ব্যবস্থাপনায় সময় এর সঠিক ব্যাবহার ও পরিকল্পনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ ।
- উচ্চমানের উদ্যোক্তা তৈরিতে কৌশলগত ব্যবস্থাপনায় প্রক্রিয়াগত পরিকল্পনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান ।

কারুশিল্প শাখার কার্যক্রম

১. কারুশিল্পজাত পণ্য নির্বাচন, পণ্য মান উন্নয়নমূলক কাজ।

২. উদ্যোক্তাদের সাথে প্রত্যক্ষভাবে পণ্য উৎপাদন ও উন্নয়নের জন্য কাজ করা।

৩. পন্যের গুনগত মানোন্নয়ন করার পরামর্শ দান, অঞ্চল ভেদে বিখ্যাত ও ঐতিহ্যবাহী পন্য ও উদ্যোক্তার অনুসন্ধান এবং তা জয়িতায় সম্পৃক্তকরন।

৪. উদ্যোক্তা ও পন্য মান উন্নয়নে প্রয়োজন নিরিখে প্রশিক্ষণের জন্য নির্বাচন এবং প্রশিক্ষণ শাখাকে অবহিতকরন।

৫. কারুশিল্প সম্পর্কিত সকল তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণ।

৬. ডিজাইন সেন্টার এর সাথে সমন্বিতভাবে কাজ করা।

৭. ফাউন্ডেশনের অনুষ্ঠানের জন্য ব্যানার, কার্ড ইত্যাদির ডিজাইন।

৮. কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সময় সময় প্রদত্ত অন্যান্য কার্যাবলী।

জয়িতা ফাউন্ডেশনের কারুশিল্প শাখা দেশের প্রান্তিক অঞ্চলের হস্ত ও কারুশিল্পীদের সকল তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করে পণ্যের গুনগত মান উন্নয়ন করার পরামর্শ দান করার পাশাপাশি অঞ্চলভেদে ও ঐতিহ্যবাহী পণ্য উদ্যোক্তাদের অনুসন্ধান এবং তা জয়িতায় সম্পৃক্তকরণে সচেষ্ট থাকে। কারুশিল্পজাত পণ্য নির্বাচন, পণ্যের মান উন্নয়নে উদ্যোক্তা কারুশিল্পীর সাথে প্রত্যক্ষভাবে পণ্য উৎপাদনে সহায়তা, প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা ইত্যাদি কার্যাবলী কারুশিল্প শাখা সম্পাদন করে থাকে।

লালমাটিয়াস্থ ডিজাইন সেন্টারে বিভিন্ন প্রশিক্ষণের আয়োজন ও বাস্তবায়নে সহায়তা করা ও কারিগরি বিভিন্ন বিষয়ে তদারকি করা।

জয়িতা ফাউন্ডেশনের নতুন উদ্যোক্তা তৈরির লক্ষ্যে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের কারুশিল্পীদের প্রশিক্ষণের আয়োজন ও বাস্তবায়ন এই শাখা করে থাকে।

ফাউন্ডেশনের বিভিন্ন অনুষ্ঠানাদির প্রচার প্রকাশনামূলক কার্যক্রম বাস্তবায়নে কারুশিল্প শাখা সহযোগীতা করে থাকে। জয়িতা ফাউন্ডেশনের বিভিন্ন অনুষ্ঠানের ছবি ও ভিডিও আর্কাইভ করে থাকে।

আইন শাখার কার্যক্রম

১. অন্যান্য মন্ত্রণালয়/বিভাগের সাথে আইনী বিষয়ে সমন্বয়।

২. বিভিন্ন আদালতে মামলাসমূহ পরিচালনা।

৩. বিদ্যমান আইন যুগ উপযোগী করার উদ্যোগ।

৪. আইনের আওতায় গঠিত বিভিন্ন কমিটির কার্যক্রম তদারকি।

৫. অমীমাংসিত বিষয় নিষ্পত্তির লক্ষ্যে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ।

৬. সময়ভিত্তিক প্রতিবেদন প্রণয়ন করত: সমন্বয় সভায় উপস্থাপন।

৭. আইন/নীতিমালা ও বিধিমালা প্রণয়ন।

৮. অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/ কর্মচারি কর্তৃক আদালতে দায়েরকৃত মামলার কার্যাবলী।

৯. কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সময় সময় প্রদত্ত অন্যান্য কার্যাবলী।

“জয়িতা ফাউন্ডেশন”-দি সোসাইটি রেজিষ্টেশন এ্যাক্ট ১৮৬০ এর আওতায় “রেজিস্টার অব জয়েন্ট স্টক কোম্পানী এন্ড ফার্মসমূহের পরিদপ্তর কর্তৃক ০৩/১০/২০১৩ তারিখে অলাভজনক প্রতিষ্ঠান হিসাবে নিবন্ধিত হয় (No-S-11756) ।

জয়িতা ফাউন্ডেশনের অভিষ্ঠ ভিশন, মিশন ও উদ্দ্যেশাবলী অর্জনে সঠিক মানব সম্পদ সংগ্রহ, উন্নয়ন, রক্ষণ, সংরক্ষন, প্রনোদনা ও জবাবদিহিতার মাধ্যমে মানব সম্পদের দক্ষ ও কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিতকরণের জন্য মানবসম্পদ নীতিমালা-২০১৭ এবং জয়িতা অর্থ সম্পদের দক্ষ ও কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিতকরণের জন্য আর্থ ব্যবস্থাপনা নীতিমালা-২০১৭ প্রণয়ন করা হয়েছে।

বিভিন্ন প্রকার আইন সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ সংরক্ষণ, অভিযোগ গ্রহণ, নিস্পত্তির ব্যবস্থা, মামলা পরিচালনার বিষয়ে সংশ্লিষ্ঠ শাখায় যোগাযোগ, প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ে তথ্যপ্রদান ও নির্দেশনা গ্রহণ এবং এতদবিষয়ে আইন শাখা কাজ করছে।

বর্তমানে জয়িতা ফাউন্ডেশনের সম্পদ বৃদ্ধি পাওয়ায় এর আইনী ভিত্তি শক্তিশালীকরণ,জয়িতা ফাউন্ডেশন কর্তৃক অর্জিত সম্পত্তির সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা, স্বায়ত্তশাসিত ও নারী উন্নয়নে সহায়তাদান প্রতিষ্ঠান হিসাবে জয়িতা ফাউন্ডেশনকে স্থায়িত্ব প্রদানের জন্য জয়িতা ফাউন্ডেশন আইন,২০১৯” (খসড়া) প্রণয়নপূর্বক প্রশাসনিক মন্ত্রনালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

জয়িতা ফাউন্ডেশনের জন্য আউটসোসিং পদ্ধতিতে ১৭ জন জনবল সংগ্রহের বিরুদ্ধে সরকারের মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের মহাপরিচালক, জয়িতা ফাউন্ডেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক সহ অন্যান্যদের বিবাদী করে “বায়োস্কোপ লিমিটেড নামীয় একটি প্রতিষ্ঠান মহামান্য সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে একটি রিট পিটিশন দাখিল করে (রিট পিটিশন নং-১৮৪০০/২০১৭)।

বায়োস্কোপ লিমিটেড প্রতিষ্ঠানটি ইতিপূর্বে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়াধীন বাস্তবায়ন পরিবীক্ষন ও মূল্যায়ন বিভাগ (IMED DIVISION) এর সেন্টাল প্রকিউমেন্ট টেকনিক্যাল ইউনিট (CPTU) বরাবরে অভিযোগ দায়ের করলে উক্ত প্রতিষ্ঠানের প্রতিকূলে এবং জয়িতা ফাউন্ডেশনের অনুকূলে রায় হয়। জয়িতা ফাউন্ডেশন, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রনালয়ের আওতাধীন একটি প্রতিষ্ঠান হিসাবে মামলাটি এটর্নি জেনারেল অফিসের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট আদালতে পরিচালনার জন্য মন্ত্রনালয়ের সিদ্ধান্ত মোতাবেক সলিসিটর উইং- এ প্রয়োজনীয় তথ্য ও কাগজপত্র প্রেরণ করা হয়। বর্তমানে রিট পিটিশন মামলাটি মহামান্য সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে বিচারাধীন আছে।

ক্রয় ও ভান্ডার শাখার কার্যক্রম

১. বাৎসরিক Procurement Plan প্রস্তুতকরণ।

২. স্টোরে সকল প্রকার মালামাল গ্রহণ ও বিতরণ, হিসাব সংরক্ষণ, স্টক রেজিস্টার সংরক্ষণ।

৩. সকল প্রকার ক্রয় ও মেরামত।

৪. গাড়ী, ফ্যাক্স, ফটোকপিয়ার, কম্পিউটার, এসি, প্রিন্টার ক্রয় ও টিওএন্ডই ভূক্তকরণ।

৫. সকল প্রকার দাওয়াত কার্ড, ঈদ কার্ড, নববর্ষের কার্ড এবং ভিজিটিং কার্ড প্রস্তুতকরণ।

৬. কর্মকর্তাদের আবাসিক ও দাপ্তরিক টেলিফোন সংযোগ ও বিল পরিশোধ।

৭. সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বাংলাদেশ সচিবালয় টেলিফোন নির্দেশিকা সরবরাহ।

৮. কর্মকর্তাদের দাপ্তরিক টেলিফোন মেরামত ও সরবরাহ।

৯. কর্মকর্তাদের নাম, কক্ষ, টেলিফোন ও ইন্টারকম নম্বর সম্বলিত তালিকা হালনাগাদকরণ।

১০. ভূমি কর পরিশোধ।

১১. সংবাদপত্র সরবরাহ,বই ক্রয় এবং বিল পরিশোধ।

১২. পুরাতন মালামাল নিলামে বিক্রয়।

১৩. Foundation এর চাবি সংরক্ষণ।

১৮. কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সময় সময় প্রদত্ত অন্যান্য কার্যাবলী।

অর্থের উৎসের ভিত্তিতে সংগ্রহ ও ক্রয় ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। সরকারী উৎস হতে প্রাপ্ত অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে সরকার নির্ধারিত ক্রয় নীতিমালা অনুসরন করে সকল সম্পদের মওজুদ রেজিস্টারে সংরক্ষণ করা হয়। ক্রয় ও ভান্ডার শাখা বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা প্রস্তুত , অফিস ব্যসস্থাপনার নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রী ক্রয়ের পাশাপাশি মুজিব শতবর্ষ উপলক্ষ্যে জয়িতা ফাউন্ডেশনের সকল নারী উদ্যোক্তা এবং কর্মকর্তা কর্মচারীদের মাঝে বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক চেতনা ভিত্তিক প্রকাশনা (১) কারাগারের রোজনামচা, (২) অসমাপ্ত আত্মজীবনী বিতরণের লক্ষ্যে ক্রয় করা হয়। জয়িতা ফাউন্ডেশন বঙ্গবন্ধুর বাল্যকাল, কারাগারের বন্দী জীবন, ভ্রমন অভিজ্ঞতাসহ উল্লেখযোগ্য বইগুলো (১) আমার দেখা নয়া চীন (২) কারাগারের রোজনামচা (৩) অসমাপ্ত আত্মজীবনী (৪) শেখ মুজিব আমার পিতা (৫) নির্বাচিত প্রবন্ধ (৬) রচনাসমগ্র পার্ট ১ ও ২ (৭) বঙ্গবন্ধুর জীবন ও কর্ম (৮) বঙ্গবন্ধুর বিখ্যাত ভাষণ (৯) বঙ্গবন্ধুর হত্যাকান্ড (১০) দেশ রতন (১১) যারা ভোর এনেছিল (১২) উষার দুয়ারে (১৩) একাত্তরের দিনগুলি (১৪) একাত্তরের চিঠি, ক্রয়পূর্বক জয়িতা লাইব্রেরিতে সংরক্ষণ করা হয়েছে।

ক্রয় ও ভান্ডার শাখা বার্ষিক ভিত্তিতে প্রত্যেক স্থায়ী সম্পদের অপচয় নির্ধারণ ও হিসাব সংরক্ষণ করছে। বাতিল ও অকেজো সম্পদ নিলামে বিক্রি করা হয়ে থাকে। সম্পদের মজুদ রেজিস্টারে সংরক্ষণ করা হচ্ছে।

জয়িতা ফাউন্ডেশনের চলমান প্রকল্পসমূহের পরিচিতি

জয়িতা টাওয়ার নির্মাণ প্রকল্প

প্রকল্পের নাম

জয়িতা টাওয়ার নির্মাণ প্রকল্প

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীন 'জয়িতা ফাউন্ডেশন' কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন 'জয়িতা টাওয়ার নির্মাণ' শীর্ষক প্রকল্পটি এপ্রিল ২০১৮ হতে ডিসেম্বর ২০২৩ মেয়াদে ১৬৮.৩৯ কোটি (একশত আটষট্টি কোটি উনচল্লিশ লক্ষ) টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ অনন্য উদ্যোগের স্বপ্নদ্রষ্টা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অভিপ্রায় অনুসারে দেশের নারী উদ্যোক্তাদের উন্নয়ন ও বিকাশ সাধনের জন্য ঢাকার গুরুত্বপূর্ণ এলাকা ধানমন্ডিতে সরকারের বিশেষ আনুকূল্যে 'জয়িতা ফাউন্ডেশন' বরাবর প্রাপ্ত এক বিঘা জমিতে প্রয়োজনীয় ভৌত অবকাঠামোগত সুবিধাদি সম্বলিত ২টি বেজমেন্টসহ ১২ তলা বিশিষ্ট 'জয়িতা টাওয়ার নির্মাণ' প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য।

লক্ষ্যমাত্রাঃ নির্মিতব্য জয়িতা টাওয়ারে-

ক) দেশের নারী উদ্যোক্তাদের উৎপাদিত ও প্রক্রিয়াজাত বিভিন্ন ধরনের বাজার চাহিদা ভিত্তিক পণ্য এবং সেবা বিপণনের ভৌত অবকাঠামোগত সুবিধা থাকবে।

খ) নারী উদ্যোক্তা উন্নয়নে জ্ঞানভিত্তিক, দক্ষতাভিত্তিক ও ব্যবসা ব্যবস্থাপনা ভিত্তিক প্রশিক্ষণের জন্য ভৌত অবকাঠামোগত সুবিধাদি থাকবে।

গ) প্রশিক্ষণার্থী নারী উদ্যোক্তাদের জন্য ভবনে Break Out Room (বিশ্রাম কক্ষ) থাকবে।

ঘ) জয়িতা ফাউন্ডেশনের সদর দপ্তর পরিচালনার উপযোগী ভৌত অবকাঠামোগত সুবিধাদি থাকবে।

ঙ) শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র, নারীদের জন্য জিমনেসিয়াম, বাচ্চাদের জন্য সুইমিং পুল (আয় বর্ধক) ও অন্যান্য বিনোদন সুবিধা সম্বলিত জেন্ডার সংবেদনশীল ভৌত অবকাঠামোগত সুবিধাদি থাকবে।

চ) তা'ছাড়া জয়িতা ফাউন্ডেশনের আয় অর্জনের জন্য মাল্টিপারপাস হলসহ আনুষঙ্গিক ভৌত সুবিধাদি থাকবে।

ছ) দেশের প্রায় অর্ধেক জনগোষ্ঠী নারীর সার্বিক ক্ষমতায়নের মূর্ত প্রতীক হিসেবে দেশের রাজধানী শহর ঢাকায় যথোপযুক্ত স্থাপত্য শৈলীসহ 'জয়িতা টাওয়ার'হবে নারী উদ্যোক্তা উন্নয়নের প্রয়োজনীয় সকল ভৌত সুবিধাদি সম্বলিত পরিবেশ ও প্রতিবন্ধীবান্ধব একটি আইকনিক স্থাপনা।

জ) সর্বপরি দক্ষিণ এশিয়া অঞ্চলে নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নমূখী এ অনন্য উদ্যোগের ' জয়িতা ' নামকরণের সার্থক প্রতিফলন জয়িতা টাওয়ারের স্থাপত্য ও নির্মাণ শৈলীতে প্রস্ফুটিত হবে। ফলশ্রুতিতে এ স্থাপনাটি দেশের নারীসমাজকে এক একজন 'জয়িতা' হতে নিরন্তর অনুপ্রেরণা ও আস্থা জোগাবে।

- **প্রকল্পের জনবলঃ**

১) প্রকল্প পরিচালক	০১ জন
২) হিসাব রক্ষক	০১ জন
৩) কম্পিউটার অপারেটর	০১ জন
৪) ড্রাইভার	০২ জন
৫) অফিস সহায়ক	০২ জন

ভবন সম্পর্কিত তথ্যাদিঃ

সংশোধিত প্রাক্কলিত মূল্য	: ১৬৮.৩৯ কোটি টাকা
নির্মাণের মেয়াদকাল	: এপ্রিল ২০১৪-ডিসেম্বর ২০২৩
ফাউন্ডেশন	: ২টি বেজমেন্টসহ ১২ তলা ভবন
ফ্লোর এরিয়া	: ১২৯৬৭৭.৭১ বর্গফুট
ভূমি	: ২০ কাঠা
ধরন	: বাণিজ্যিক (অনাবাসিক)
ক্যাটাগরি	: সুপেরিয়র
অন্যান্য সুবিধাদি	: ৫টি লিফট, ৫ জোড়া এস্কেলেটর ১৫০০ কেভিএ সাব স্টেশন ৫০০ কেভিএ জেনারেটর ৫৫০ টন এসি (VRF), ৫০টি কার পার্কিং

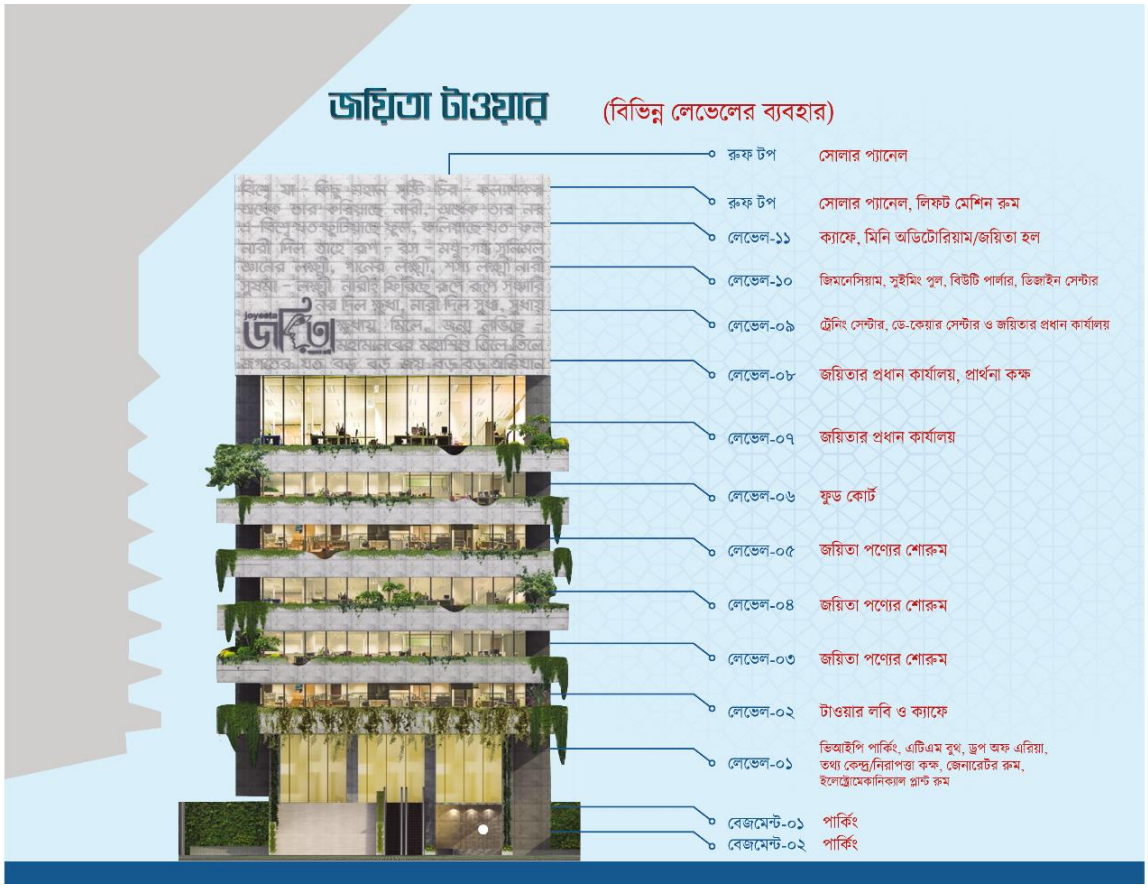

“জয়িতা টাওয়ার”

জয়িতা ফাউন্ডেশনের সক্ষমতা বিনির্মাণ প্রকল্প

প্রকল্পের নাম

জয়িতা ফাউন্ডেশনের সক্ষমতা বিনির্মাণ প্রকল্প

প্রকল্পের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

প্রকল্পটির মূল লক্ষ্য হচ্ছে জয়িতা ফাউন্ডেশনকে একটি অনন্য বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিনির্মাণ করা যাতে এটি বহুমুখী ব্যবসা উদ্যোগে বর্ধিষ্ণু অর্থনৈতিক সম্পৃক্ততার মাধ্যমে দেশের নারী জনগোষ্ঠীর জীবন-মান উন্নয়নে এবং ক্রমান্বয়ে তাদেরকে অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী করে গড়ে তুলতে পারে।

সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যসমূহ

- জয়িতা ফাউন্ডেশনকে প্রাতিষ্ঠানিক, কারিগরি ও অর্থনৈতিকভাবে সক্ষম ও স্বাবলম্বী করে তোলা যাতে এটি নারী উদ্যোক্তা সমিতি (WEAs)/ ব্যক্তি নারী উদ্যোক্তাদেরকে (IWEs) বহুমুখী ব্যবসা উদ্যোগ সফল ও ফলপ্রসূভাবে পরিচালনা করতে সক্ষম করে গড়ে তুলতে পারে।
- পর্যায়ক্রমে ২৮,০০০ এর অধিক নারীকে সম্পৃক্ত করে নারী উদ্যোক্তা সমিতি (WEAs)/ ব্যক্তি নারী উদ্যোক্তাদের (WEAs)/ বহুবিধ ব্যবসা উদ্যোগের সক্ষমতা উন্নয়ন করা।

- প্রকল্পের মেয়াদঃ জানুয়ারি ২০১৯ থেকে ডিসেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত
- প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ ২৬২৯৯.৪৫০ লক্ষ টাকা

প্রকল্পের জনবলঃ

১) প্রকল্প পরিচালক	০১ জন
২) পিএ প্রকল্প পরিচালক	০১ জন
৩) হিসাব রক্ষক	০১ জন
৪) প্রকিউরমেনট	০১ জন
৫) কম্পিউটার অপারেটর	০২ জন
৬) ড্রাইভার	০১ জন
৭) অফিস সহায়ক	০৪ জন
৮) ম্যাসেঞ্জার	০১ জন
৯) ক্লিনার	০১ জন

তৃতীয় অধ্যায়

২০২০-২০২১

জয়িতা ফাউন্ডেশন কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রমসমূহ

- **ই-জয়িতা প্ল্যাটফর্মঃ**

জয়িতা ফাউন্ডেশনের নারী উদ্যোক্তাদের ব্যবসা কার্যক্রমকে অনলাইন মাধ্যমে চালু করার জন্য এবং তাদের ব্যবসাকে আরো সম্প্রসারিত করার লক্ষ্যে ই-জয়িতা (অনলাইন প্ল্যাটফর্ম) চালু করা হয়েছে। জয়িতা ফাউন্ডেশনের নারী উদ্যোক্তাগণ জয়িতা বিপণন কেন্দ্রের পাশাপাশি ই-জয়িতা'র মাধ্যমেও তাদের ব্যবসা পরিচালনা করতে পারবেন। এছাড়াও সারাদেশের নারী উদ্যোক্তাগণ ই-জয়িতা ওয়েবসাইটে নিবন্ধনের মাধ্যমে তাদের ব্যবসা পরিচালনা করতে পারবেন। পণ্য ডেলিভারী সংক্রান্ত সেবাসহ অন্যান্য বিভিন্ন সুবিধা এই প্ল্যাটফর্মে বিদ্যমান রয়েছে।

- **জয়িতা এ্যাপসঃ**

জয়িতা ফাউন্ডেশন নারী উদ্যোক্তাদের ব্যবসায়ে সহযোগিতা করার জন্য যে কয়টি সময়োপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে জয়িতা এ্যাপস তার মধ্যে অন্যতম। জয়িতা এ্যাপস জয়িতা নারী উদ্যোক্তাদের সেবা সংক্রান্ত নোটিফিকেশন ভিত্তিক দ্বিমুখী প্রকল্প। জয়িতা ফাউন্ডেশন কর্তৃক বাস্তবায়িত জয়িতা এ্যাপস টি বাংলা ভাষায় পরিচালিত হবে এবং এর মাধ্যমে নারী উদ্যোক্তারা যে সুবিধাগুলো পাবে তা নিম্নরূপঃ

- নিবন্ধন
- উদ্যোক্তাদের প্রোফাইল
- প্রশিক্ষণেল জন্য আবেদন
- বিজ্ঞপ্তি/ঘোষণা
- মতামত/পরামর্শ
- ভাড়া সংক্রান্ত তথ্য
- জয়িতা সম্পর্কিত তথ্য

- **ক্ষুদ্র ঋণ সহায়তাঃ**

করোনা ভাইরাস জনিত (কোভিড-১৯) পরিস্থিতিতে দেশের অর্থনৈতিক ক্ষতি মোকাবেলায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গত ০৫ এপ্রিল ২০২০ তারিখে অন্যান্য খাতের পাশাপাশি কুটির, অতিক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি (সিএমএসএমই) খাতের জন্য ২০,০০০ (বিশ হাজার) কোটি টাকার প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা করেন। করোনার মহামারীতে ক্ষতিগ্রস্থ উদ্যোক্তাদের বেশীর ভাগই পুঁজিশুণ্য হয়ে পরে। তাদেরকে নতুনভাবে ঘুরে দাঁড়ানোর জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কতৃক ঘোষিত প্রনোদনা প্যকেজের আওতায় নারী উদ্যোক্তাদের ক্ষুদ্র ঋন প্রদানের জন্য ব্যবস্থা গ্রহন করা হয়েছে। সরকার ঘোষিত প্রণোদনা প্রাপ্তির জন্য ৩০ জন নারী উদ্যোক্তা আবেদন করলে অগ্রণী ব্যাংক হতে মোট ১,৩৯,৪৯,০০০/- (এক কোটি উনচল্লিশ লক্ষ উনপঞ্চাশ হাজার টাকা) প্রণোদনা পেয়েছেন।

উক্ত প্রণোদনার আওতায় কুটির, অতিক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তা, বিশেষ করে পল্লী ও প্রান্তিক পর্যায়ের উদ্যোক্তারা কাঙ্খিত মাত্রায় ঋণ প্রাপ্ত হয়নি- এমন বাস্তবতার প্রেক্ষিতে সরকার পল্লী এলাকার প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে কুটির, অতিক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পখাতকে লক্ষ্য করে ঋণদান কার্যক্রম সম্প্রসারণের জন্য ১৫০০ (পনের শত) কোটি টাকার নতুন প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা করে। উক্ত প্যাকেজের আওতায় জয়িতা ফাউন্ডেশনের জন্য মোট ৫০ (পঞ্চাশ) কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়, যার মধ্যে অর্থ বিভাগের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ২০২০-২১ অর্থবছরে ১০ (দশ) কোটি টাকা এবং ২০২১-২২ অর্থ বছরের জন্য ৪০ (চল্লিশ) কোটি টাকা বিতরণ করা হবে। এ অনুযায়ী অর্থ বিভাগের ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২১ তারিখের প্রজ্ঞাপন নং-০৭.১০১.০২০.০৩.০৯.০০৪.২০২০-৩৩৮ সরকারি আদেশ দ্বারা অর্থ বিভাগের অধীন "১০৯০১০১-১২০০০১০০০-৩৯১১১১২- অপ্রত্যাশিত ব্যয়" খাত হতে চলতি অর্থবছরে বিশেষ অনুদান হিসেবে ১০ (দশ) কোটি টাকা জয়িতা ফাউন্ডেশনের অনুকূলে বরাদ্দ করা হয়েছে।

জয়িতা ফাউন্ডেশন ২০২০-২১ অর্থবছরের ৩০ জুন এর মধ্যে উক্ত ১০ (দশ) কোটি টাকা নারী উদ্যোক্তোদের অনুকূলে ঋণ হিসেবে বিতরণের লক্ষ্যে উদ্যোগ ও পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। জয়িতা ফাউন্ডেশনের নিজস্ব কোন ঋণ কর্মসূচি নেই। তাই অংশীদার ব্যাংকের মাধ্যমে এ ঋণ বিতরণ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এ লক্ষ্যে অংশীদার ব্যাংকের সাথে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে এবং তারা চুক্তি অনুযায়ী ঋণ বিতরণ কার্যক্রম শুরু করেছে।

- **মুজিব বর্ষ উদযাপন**
    - মুজিববর্ষ উদযাপন উপলক্ষে জয়িতা ফাউন্ডেশন কর্তৃক জয়িতা নারী উদ্যোক্তাদের শুভেচ্ছা উপহার হিসেবে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর লেখা "অসমাপ্ত আত্মজীবনী'', "কারাগারের রোজনামচা" ও "আমার দেখা নয়াচীন" নামক তিনটি আত্মজীবনীমূলক বই নারী উদ্যোক্তাদের এবং কর্মকর্তাদের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে।
    - জয়িতা নামক অনন্য উদ্যোগের স্বপ্নদ্রষ্টা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অভিপ্রায় অনুসারে দেশের নারী উদ্যোক্তাদের উন্নয়ন ও বিকাশ সাধনের জন্য দেশের রাজধানী ঢাকার গুরুত্বপূর্ণ এলাকা ধানমন্ডিতে বর্তমান সরকারের বিশেষ আনুকূল্যে জয়িতা ফাউন্ডেশন কর্তৃক প্রাপ্ত এক বিঘা জমিতে নির্মিত হবে জয়িতা টাওয়ার। মুজিববর্ষ উদযাপন কে আরো স্মরনীয় করে রাখতে নারী উদ্যোক্তাদের অনুপ্রেরণা ও আস্থার জয়িতা টাওয়ার এর নির্মাণ কাজ ২০২১ সালে শুরু করার প্রস্তুতি চলছে।
    - ১৭ ই মার্চ ২০২১ তারিখে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ১০১ তম জন্মবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষ্যে জয়িতা ফাউন্ডেশনে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়।
    - বাংলাদেশের নারী উদ্যোক্তাদের নিয়ে জয়িতা ফাউন্ডেশনের কার্যক্রমকে বিশ্ববাসীর কাছে সুপরিচিত করে তোলার লক্ষ্যে এবং জয়িতা ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে ১৬ নভেম্বর, ২০২১ তারিখে দেশের এবং দেশের বিশিষ্টজনদের নিয়ে একটি সেমিনার আয়োজন করা হবে, যেখানে বাংলাদেশে নারীর অবস্থান, নারীর ক্ষমতায়ন এবং নারী উদ্যোক্তাদের নিয়ে জয়িতা ফাউন্ডেশনের কার্যক্রম তুলে ধরা হবে।
    - মুজিববর্ষ উদযাপন এর অংশ হিসেবে জয়িতা ফাউন্ডেশন অনলাইন মার্কেটিং ব্যবস্থা চালু করেছে যা ই-জয়িতা প্লাটফর্ম নামে পরিচিত। এ প্লাটফর্মের মাধ্যমে জয়িতা নারী উদ্যোক্তাদের পাশাপাশি সারা দেশের নারী উদ্যোক্তারা তাদের উৎপাদিত পণ্য প্রদর্শন এবং বিক্রয়ের ব্যবস্থা করতে পারবে।

- **৭টি বিভাগীয় সদরে জয়িতা টাওয়ার নির্মাণ প্রকল্পঃ**

জয়িতা ফাউন্ডেশন কর্তৃক ৭টি বিভাগীয় সদরে জয়িতা টাওয়ার নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় প্রস্তুতিমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। প্রকল্পের Feasibility Study এবং DPP প্রণয়নের কাজ চলমান রয়েছে।

- **কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণঃ**

জয়িতা ফাউন্ডেশন ও এর আওতাধীন ২ টি প্রকল্পের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের নিম্নোক্ত বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছেঃ

- পিপিআর-২০০৮ (সংশোধনীসহ) এবং নথি ব্যবস্থাপনা, নোট লিখন ও পত্র লিখন এর উপর প্রশিক্ষণ কর্মশালা।
- ই-ফাইলিং সংক্রান্ত অনলাইন কর্মশালা।
- জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল, সরকারী কর্মচারী আচরন বিধিমালা-১৯৭৯ ও অন্যান্য বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণ কর্মশালা ।
- সচিবালয় নির্দেশমালা-২০১৪, টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণ কর্মশালা।
- জেন্ডার সংবেদনশীলতা ও শিষ্টাচার বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণ কর্মশালা।
- করোনা প্রতিরোধে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ কর্মশালা ।
- আর্থিক ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালা ।
- সুশাসন বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালা ।
- নির্ধারিত ছুটি বিধিমালা -১৯৫৯, ভবিষ্য তহবিল বিধিমালা-১৯৭৯ ও অন্যান্য বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণ কর্মশালা।
- উদ্ভাবনে সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২দিনের প্রশিক্ষণ কর্মশালা।
- উদ্ভাবন সেবা সহজীকরণে সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২দিনের প্রশিক্ষণ কর্মশালা।
- দূর্নীতি প্রতিরোধ বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালা।
- নারী উদ্যোক্তাদের উন্নয়নে প্ল্যানিং বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালা।

- **নারী উদ্যোক্তাদের প্রশিক্ষণঃ**

জয়িতা নারী উদ্যোক্তাদেরকে বিভিন্ন গ্রুপে ভাগ করে প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা করা হয়। এদের মধ্যে যারা খাদ্যজাত ব্যবসার সাথে জড়িত তাদেরকে প্রফেশনাল ফুড ট্রেইনারদের দ্বারা প্রশিক্ষন প্রদান করা হয় এবং যারা হস্তজাত শিল্পের সাথে জড়িত তাদের দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের কারুশিল্প বিষয়ের অধ্যাপক বৃন্দের দ্বারা নকশা উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। জয়িতা ফাউন্ডেশন ও এর আওতাধীন দু'টি প্রকল্পের আওতায় এখন পর্যন্ত মোট ১৮৬৩ জন নারী উদ্যোক্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

এ সকল প্রশিক্ষণের মধ্যে রয়েছেঃ

- জয়িতা ফাউন্ডেশনের নারী উদ্যোক্তাদের জন্য উৎপাদিত পণ্যের ডেভেলপমেন্ট বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালা ।
- ফ্যাশন ডিজাইন বিষয়ক কর্মশালা (চলমান)।
- অনলাইনে ব্যবসা ব্যবস্থাপনা দক্ষতা বৃদ্ধির বিষয়ে প্রশিক্ষণ কর্মশালা ।
- ই-জয়িতা প্ল্যাটফর্ম বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালা।
- চারু ও কারু কলা পণ্যের নকশা উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালা।

- ব্র্যাক ইউনির্ভাসিটির ব্র্যাক আইইডি হতে ডে-কেয়ার/চাইল্ড কেয়ার বিষয়ক অনলাইন প্রশিক্ষণ কর্মশালা। উক্ত প্রশিক্ষনে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের আওতায় পরিচালিত ডে কেয়ার সেন্টারে কর্মরত কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।
- বর্তমান করোনা পরিস্থিতিতে জয়িতা নারী উদ্যোক্তাদের ই-কমার্স: সুযোগ, সম্ভাবনা ও চ্যালেঞ্জ শীর্ষক প্রশিক্ষণ কর্মশালা।

- **জয়িতা বিপণন কেন্দ্র ও ফুড কোর্টে POS & Barcode System প্রবর্তনঃ**

ডিজিটাল যুগে বাজার ব্যবস্থার একটি অত্যাবশ্যকীয় সিস্টেম পয়েন্ট অফ সেলস (POS) । স্টক ম্যানেজ করা, সময় বাঁচিয়ে কার্যকরী ভাবে বিক্রয় কার্যক্রম চালাতে POS এর বিকল্প নেই। রাপা প্লাজা তে অবস্থিত জয়িতা বিপণন কেন্দ্র এবং ফুড কোর্ট কে জয়িতা উদ্যোক্তা দের বিক্রয় সহজীকরণের জন্য এবং ডিজিটাইজেশন এর লক্ষ্যে আমরা পয়েন্ট অফ সেলস সিস্টেম এর আওতায় আনা হয়েছে।

POS ব্যবহারের মাধ্যমে নিম্নলিখিত সুবিধাগুলো পাওয়া যাবে:

১. বিক্রয় প্রক্রিয়া সহজ হবে,

২. বিক্রয় কর্মীর কাজ সহজ হবে,

৩. সময় বাঁচবে

৪. ক্রেতা নগদ টাকা ছাড়াও কার্ড এ পেমেন্ট দিতে পারবে

৫. বিক্রেতার ইনভেন্টরি ম্যানেজমেন্ট এবং হিসাব রক্ষণ সহজ এবং লোন প্রক্রিয়ায় গ্রহণযোগ্য হবে।

৬. সকল পণ্য Fixed Price এ বিক্রয় করা হবে।

- **বিক্রয় কেন্দ্রে নান্দনিক স্টল তৈরিঃ**

জয়িতা নারী উদ্যোক্তাদের উৎপাদিত ও প্রক্রিয়াজাত গুনগত ও নান্দনিক মানসম্পন্ন পণ্য বাজারজাত করার জন্য এবং দেশব্যাপী একটি নারী বান্ধব বিপণন নেটওয়ার্ক গড়ে তোলার জন্য ঢাকার প্রাণকেন্দ্র ধানমন্ডি-২৭ এর রাপা প্লাজায় অবস্থিত জয়িতা বিপণন কেন্দ্রটি সংস্কার করে নান্দনিক স্টল তৈরি করা হয়েছে।

- **ফুড কোর্ট পুর্নবিন্যাস**

জয়িতার খাদ্যজাত ব্যবসা শক্তিশালীকরণ কর্মসূচির আওতায় রাপা প্লাজার ৫ম তলায় অবস্থিত জয়িতা ফুড কোর্টের সংস্কার করা হয়েছে। ফুডকোর্টটি গত ১৮/৭/২০২১ তারিখে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী ফজিলাতুন নেসা ইন্দিরা, এমপি উদ্বোধন করেন। এ ফুড কোর্টটিতে একটি অত্যাধুনিক কিচেন তৈরী করা হয়েছে। ফুড কোর্টটির ব্যতিক্রমধর্মী নান্দনিক সৌন্দর্য ক্রেতা আকর্ষণ করবে বলে আশা করা যায়।

- **সেলাই মেশিন বিতরনঃ**

৮ই আগস্ট, ২০২০, বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেসা মুজিব এর ৯০ তম জন্মদিন উপলক্ষে মাননীয় প্রতিমন্ত্রী কর্তৃক জয়িতা ফাউন্ডেশনের নারী উদ্যোক্তাদের জন্য ৫২টি এবং জয়িতা ফাউন্ডেশন কতৃক পরিচালিত ডিজাইন সেন্টারে ১০টি সহ মোট ৬২টি সেলাই মেশিন বিতরণ করা হয়েছে।

- **জয়িতার ফেইসবুক পেইজঃ**

জয়িতার ফেইসবুক পেইজটি এক্টিভলি পরিচালনা করা হচ্ছে। বর্তমানে এই পেইজটির মাধ্যমে জয়িতা ফাউন্ডেশন ও নারী উদ্যোক্তাদের বিভিন্ন কার্যক্রমের তথ্য প্রকাশ করা হচ্ছে। জয়িতা ফাউন্ডেশনের প্রমোশনাল কাজে এটি ব্যাপকভাবে সহায়তা করছে। এ পেইজটিতে বর্তমানে ২৮,৩৭৪ জন ফলোয়ার আছেন।

- **জয়িতা নার্সারীঃ**

করোনা পরিস্থিতিতে কর্মহীন হয়ে পড়া নারী বিশেষতঃ গৃহকর্মীদের স্বনির্ভর করে তুলতে ধানমন্ডি ২৭ নং রোডে জয়িতা টাওয়ার নির্মাণের জন্য বরাদ্দকৃত ১ বিঘা জমিতে ভবনের নির্মাণ কাজ শুরু হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত সময়কালে ২০-২৫ জন কর্মহীন নারীদের দ্বারা ২২ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখ হতে জয়িতা নার্সারীর কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়।

- **জয়িতা পিঠা উৎসবঃ**

জয়িতা খাদ্যজাত ব্যবসা শক্তিশালীকরণ কর্মসূচির আওতায় গত ২৫ ফেব্রুয়ারী,২০২১ হতে ২৭ ফেব্রুয়ারী, ২০২১ তিন দিন ব্যাপী “জয়িতা পিঠা উৎসব-২০২১” উদযাপিত হয়।

২০২০-২১ অর্থবছরে প্রকল্প / কর্মসূচিসমূহ কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম

(১) জয়িতা ফাউন্ডেশনের সক্ষমতা বিনির্মাণ প্রকল্পঃ

হালনাগাদ ও সর্বশেষ অগ্রগতিঃ

- ন্যাশনাল কনসালট্যান্ট নিয়োগ করা হয়েছে।
- দেশব্যাপী জেলাভিত্তিক প্রসিদ্ধ ও ব্যবসা সম্ভাবনাময় পণ্য এবং কারুশিল্প ম্যাপিং ও ব্রান্ডিং এর লক্ষ্যে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (BBS) এর সাথে জয়িতা ফাউন্ডেশনের সক্ষমতা বিনির্মাণ প্রকল্পের যৌথ চুক্তিসাক্ষর করা হয়। চুক্তির মেয়াদ ১ সেপ্টেম্বর ২০২১ হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০২২।
- জয়িতা ডিপার্টমেন্টাল ষ্টোর স্থাপনের জন্য রাজধানীর ধানমন্ডি -২৭ নম্বর রোডে ৫৪৪৫.০০ স্কয়ার ফুট জায়গায় নির্মান কাজ চলমান।
- জয়িতা ডিজাইন সেন্টারে নারী উদ্যোক্তাদের ডিজাইন বিষয়ক স্পেশাল প্রশিক্ষণ চলমান।
- জয়িতা ফাউন্ডেশন কার্যালয়ে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের এবং নারী উদ্যোক্তাদের বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষন চলমান
- নারী উদ্যোক্তাদের প্রোডাক্ট ডেভলপমেন্ট বিষয়ে প্রশিক্ষণ চলমান।
- জয়িতা নারী উদ্যোক্তা সৃষ্টির লক্ষ্যে কার ড্রাইভিং বিষয়ে বিআরটিসি'র মাধ্যমে প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য সারাদেশের মহিলাদের নিকট হতে আবেদন আহ্বান করা হলে ২৭৭ জন মহিলা প্রশিক্ষণ গ্রহণের জন্য আবেদন করেছেন| এ পর্যন্ত প্রতি ব্যাচে ২০ জন করে মোট ৪০ জনকে কার-ড্রাইভিং বিষয়ে এক মাসের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে এবং বর্তমানে ২ টি ব্যাচে ৪০ জন মহিলা প্রশিক্ষণ গ্রহণ করছেন এবং ডে-কেয়ার বিষয়ে ৮ টি সেশনে মোট ১৬০ জন প্রশিক্ষন গ্রহন করেছেন।
- এ প্রকল্পের আওতায় আলাদা আলাদা ভাবে বিক্রয়কর্মী, উদ্যোক্তা ও কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এর মধ্যে ৪টি প্রশিক্ষনের মাধ্যমে মোট ৭৮ জন বিক্রয়কর্মী, ৪৪টি প্রশিক্ষনের মাধ্যমে মোট ৯৩৬ জন উদ্যোক্তা এবং ৪১ টি প্রশিক্ষনের মাধ্যমে মোট ৭৬৭ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি:

- ২০২০ – ২১ অর্থবছরে ব্যয়ঃ ৭৭২.০০ লক্ষ টাকা

(২) জয়িতা টাওয়ার নির্মাণ প্রকল্পঃ

অগ্রগতিঃ

ক) পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় কর্তৃক গত ২৯/০৪/২০২১ তারিখে প্রকল্পের আরডিপিপি অনুমোদিত হয়। প্রকল্পের প্রাক্কলিত মূল্য ছিল ১৫৪২৪.৭৫ লক্ষ টাকা এবং আরডিপিপি তে সংশোধিত প্রাক্কলিত মূল্য ছিল ১৬৮৩৯.৭৪ লক্ষ টাকা।

খ) গণপূর্ত অধিদপ্তর কর্তৃক গত ১৫/০২/২০২১ তারিখে জয়িতা টাওয়ার নির্মাণের জন্য পুন:দরপত্র আহ্বান করা হয় এবং সর্বনিম্ন দরদাতাকে নির্বাচন করা হয়েছে।

গ) গণপূর্ত রক্ষণাবেক্ষণ বিভাগ কর্তৃক ভবন নির্মাণের জন্য ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানকে গত ০৩/৮/২০২১ তারিখে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে।

ঘ) গত ১২/০৮/২০২১ তারিখে ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানকে জমির দখল হস্তান্তর করা হয়।

ঙ) জয়িতা টাওয়ার নির্মাণের কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে।

হালনাগাদ/সর্বশেষ অগ্রগতি

- **নকশা অনুমোদন:**
  নির্মিতব্য টাওয়ারের সংশোধিত নকশা ইতোমধ্যে মন্ত্রণালয় কর্তৃক ৩০/০৯/২০২০ তারিখে অনুমোদিত হয়েছে।
- **নকশা ভেটিং:**
  স্থাপত্য অধিদপ্তর কর্তৃক সংশোধিত নকশা ১৫/১১/২০২০ তারিখে ভেটিংকরণ সম্পন্ন হয়েছে।
- **ডিপিপি সংশোধন:**
  পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক ২৯/০৪/২০২১ তারিখ আরডিপিপি অনুমোদিত হয়।
- **প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধি:**
  এপ্রিল ২০১৮ থেকে ডিসেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত।

প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি:

২০১৮ – ১৯ অর্থবছরে ব্যয়ঃ ১১৮.৪৪ লক্ষ টাকা

২০১৯ – ২০ অর্থবছরে ব্যয়ঃ ৮১.৮৪ লক্ষ টাকা

২০২০ – ২১ অর্থবছরে ব্যয়ঃ ১২৭.১৩ লক্ষ টাকা

সর্বশেষ সংশোধিত নকশা অনুযায়ী নির্মিতব্য জয়িতা টাওয়ার

(৩) জয়িতা'র খাদ্যজাত ব্যবসা শক্তিশালীকরণ কর্মসূচির হালনাগাদ তথ্যঃ

জয়িতা'র খাদ্যজাত ব্যবসা শক্তিশালীকরণ কর্মসূচির আওতায় জয়িতা ফুড কোর্ট এর উদ্যোক্তাদের বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

ক) জয়িতার খাদ্য ব্যবসার সাথে জড়িত উদ্যোক্তা এবং খাদ্যপণ্যের প্রশিক্ষণ নিয়ে সাবলম্বি হতে চায় এমন আগ্রহী নারী উদ্যোক্তাদের নিয়ে বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশনে কুকিং এন্ড বেকিং শীর্ষক প্রশিক্ষণ কোর্স পরিচালিত হয়। প্রতি ব্যাচে ২০ জন করে প্রশিক্ষনার্থী নিয়ে ১২টি ব্যাচ সম্পন্ন হয়েছে।

(কর্মসূচিতে ৩০০ জনের প্রশিক্ষণ দেয়ার বিষয়ে উল্লেখ থাকলেও প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত বা উপকার ভোগীর সংখ্যা প্রায় ৫২০ জন)

খ) রাপা প্লাজার ৫ম তলার জয়িতা ফুড কোর্ট কে বাংলা খাবারের আধুনিক ফুড কোর্ট তৈরীর জন্য কর্মসূচির অর্থায়নে সংস্কার কাজ করা হয়েছে।

কর্মসূচির মেয়াদ গত ৩০ জুন, ২০২১ তারিখ শেষ হয়।

৪র্থ অধ্যায়

২০২০-২১ অর্থবছরে জয়িতা ফাউন্ডেশন কর্তৃক পালিত গুরুত্বপূর্ণ দিবসসমূহ

- ৮ই আগস্ট, ২০২০, বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেসা মুজিব এর ৯০ তম জন্মদিন উপলক্ষে মাননীয় প্রতিমন্ত্রী কর্তৃক জয়িতা ফাউন্ডেশনের নারী উদ্যোক্তাদের জন্য ৫২টি এবং জয়িতা ফাউন্ডেশন কতৃক পরিচালিত ডিজাইন সেন্টারে ১০টি সহ মোট ৬২টি সেলাই মেশিন বিতরণ করা হয়েছে।
- ১৫ আগস্ট, ২০২০ তারিখে জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে জয়িতা ফাউন্ডেশনের কর্মকর্তা কর্মচারীগণ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন।
- ১৬ নভেম্বর, ২০২০ তারিখ জয়িতা ফাউন্ডেশনের ৯ম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপন করা হয়।
- ১৭ ই মার্চ ২০২১ তারিখে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ১০১ তম জন্মবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষ্যে জয়িতা ফাউন্ডেশনে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়।
- মুজিববর্ষ উদযাপন উপলক্ষে জয়িতা ফাউন্ডেশন কর্তৃক জয়িতা নারী উদ্যোক্তাদের শুভেচ্ছা উপহার হিসেবে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর লেখা “অসমাপ্ত আত্মজীবনী’’, “কারাগারের রোজনামচা” ও “আমার দেখা নয়াচীন” নামক তিনটি আত্মজীবনীমূলক বই নারী উদ্যোক্তাদের এবং কর্মকর্তাদের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে।

২০২০-২১ অর্থবছরে জয়িতা ফাউন্ডেশন কর্তৃক আয়োজিত বিভিন্ন অনুষ্ঠানের ছবি

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০১১ সালের ১৬ নভেম্বর জয়িতা'র শুভ উদ্বোধন করেন।

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী ফজিলাতুন নেসা ইন্দিরা এমপি মহোদয় জয়িতা ফুড কোর্টের উদ্বোধন করেন ও জয়িতা বিপণন কেন্দ্র পরিদর্শন করেন।

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব সায়েদুল ইসলাম জয়িতা ফাউন্ডেশনের অফিস পরিদর্শন করেন ও জয়িতা অ্যাপস এর শুভ উদ্বোধন করেন। এসময় জয়িতা ফাউন্ডেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক সচিব মহোদয় কে ফুলেল শুভেচ্ছা জানান।

মুজিববর্ষ উদযাপন উপলক্ষে জয়িতা ফাউন্ডেশন কর্তৃক জয়িতা নারী উদ্যোক্তাদের শুভেচ্ছা উপহার হিসেবে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর লেখা “অসমাপ্ত আত্মজীবনী’’, “কারাগারের রোজনামচা” ও “আমার দেখা নয়াচীন” নামক তিনটি আত্মজীবনীমূলক বই নারী উদ্যোক্তাদের এবং কর্মকর্তাদের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ১০১তম জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস উদযাপন

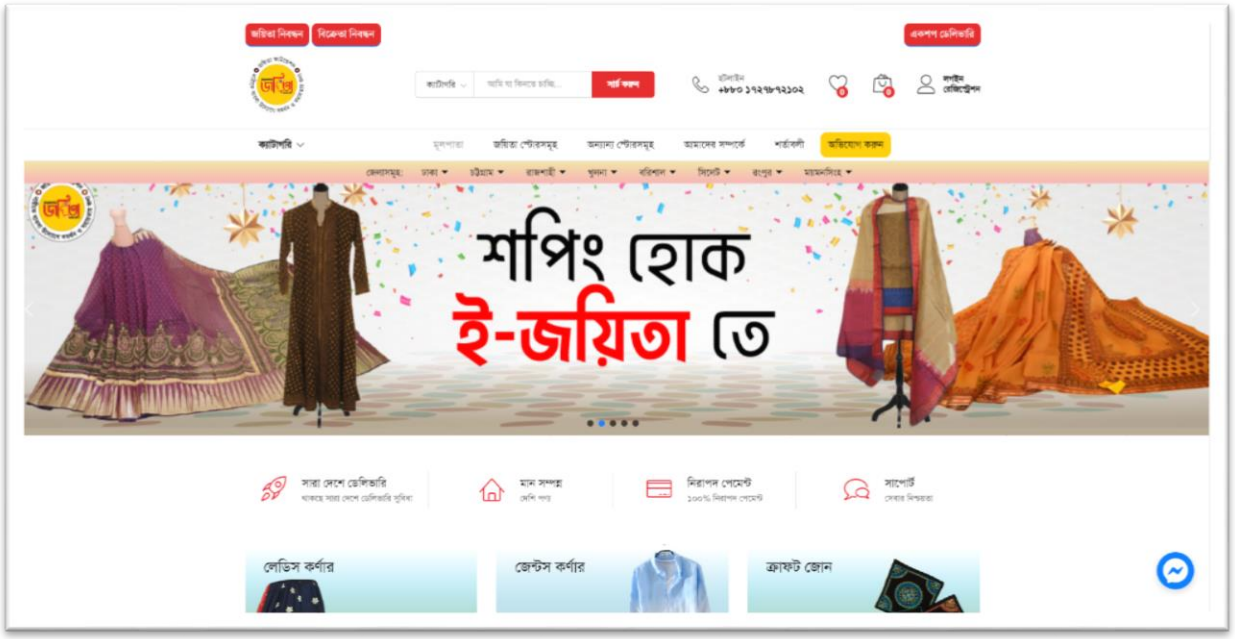

জয়িতা নারী উদ্যোক্তাদের অনলাইন ব্যবসা সম্প্রসারণ এর লক্ষ্যে ই-জয়িতা ওয়েবসাইট চালু করা হয়।

উদ্যোক্তাদের সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ স্থাপন ও অফিসিয়াল প্রয়োজনীয় তথ্য আদান-প্রদানের জন্য ‘জয়িতা অ্যাপস’ চালু করা হয়।

জয়িতা ফাউন্ডেশনের ৯ম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর অনুষ্ঠানে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের পক্ষ হতে উদ্যোক্তাদের মাঝে সেলাই মেশিন বিতরণ করেন জয়িতা ফাউন্ডেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব আফরোজা খান।

জয়িতা ফাউন্ডেশনের ৯ম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী অনুষ্ঠানে জয়িতা ফাউন্ডেশনের কর্মকর্তাবৃন্দ

ফ্যাশন ডিজাইন কর্মশালায় অংশগ্রহণকারী উদ্যোক্তাদের প্রোডাক্ট ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রামে নারী উদ্যোক্তাদের তৈরিকৃত পোশাক পরিদর্শন করছেন মহিলা ও শিশু বিষয়ক অধিদপ্তরের মহাপরিচালক (গ্রেড-১০) জনাব রাম চন্দ্র সাহা।

ফ্যাশন ডিজাইন কর্মশালার সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রশিক্ষণার্থীদের মাঝে সার্টিফিকেট বিতরণ করেন জয়িতা ফাউন্ডেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব আফরোজা খান।

জয়িতা ফাউন্ডেশনের নারী উদ্যোক্তাদের জন্য আয়োজিত প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠানে জাতীয় মহিলা সংস্থার চেয়ারম্যান জনাব চেমন আরা তৈয়ব, জয়িতা ফাউন্ডেশনের কর্মকর্তাবৃন্দ ও নারী উদ্যোক্তাগণ

নারী উদ্যোক্তাদের বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণ শেষে তাদের মাঝে সনদ বিতরণ করা হয়।

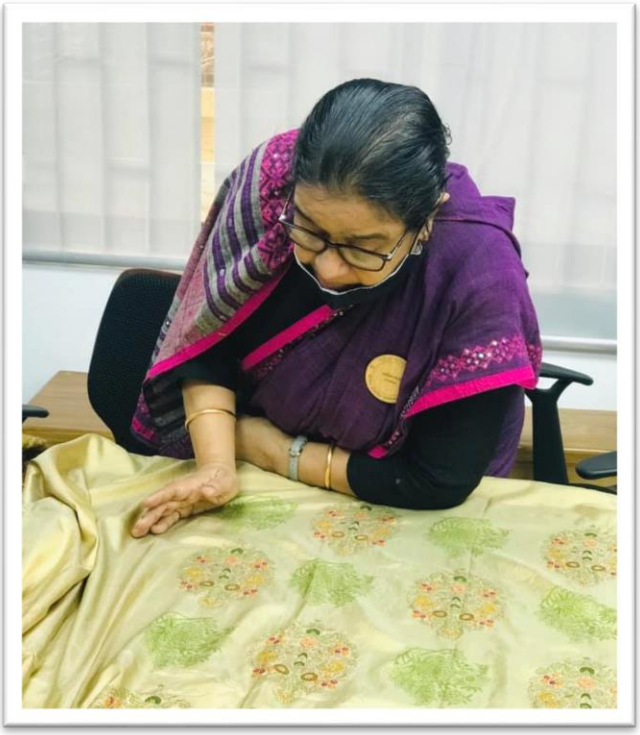

ফ্যাশন ডিজাইন কর্মশালায় অংশগ্রহণকারী নারী উদ্যোক্তাদের কার্যক্রমের চিত্র

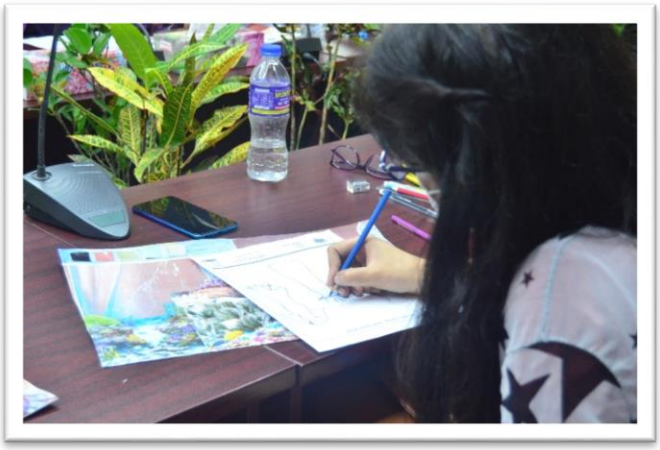

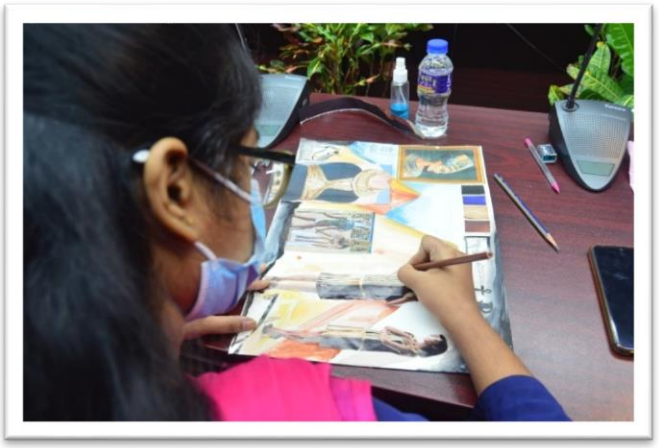

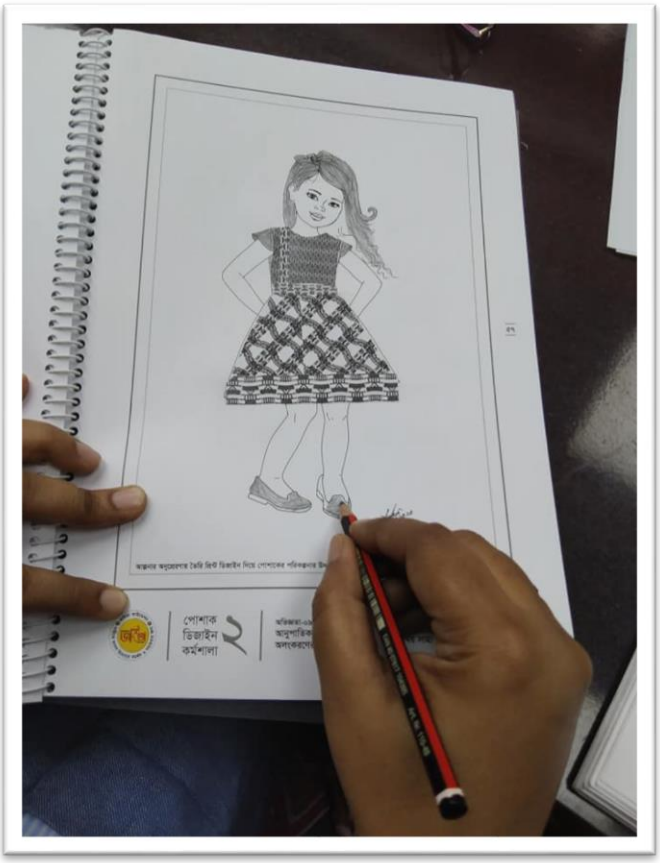

ফ্যাশন ডিজাইন কর্মশালা এবং ক্র্যাফটস সংক্রান্ত কর্মশালায় অংশগ্রহণকারী নারী উদ্যোক্তাদের কার্যক্রমের চিত্র

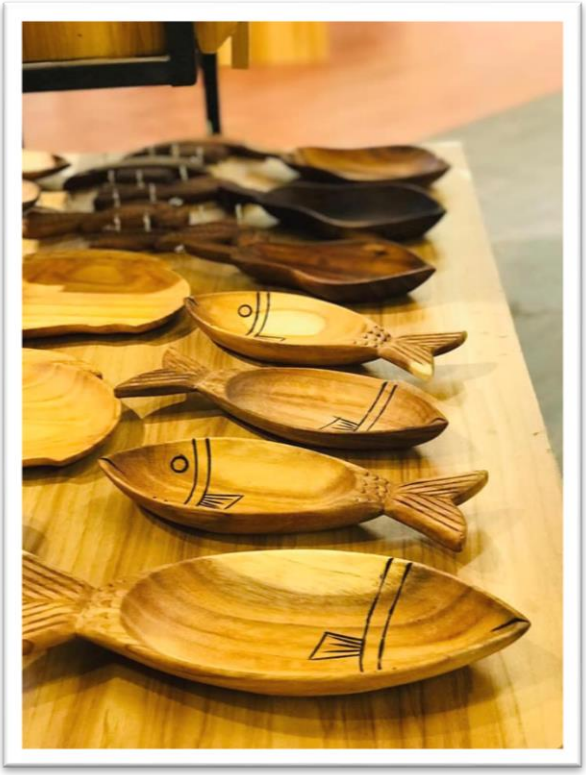
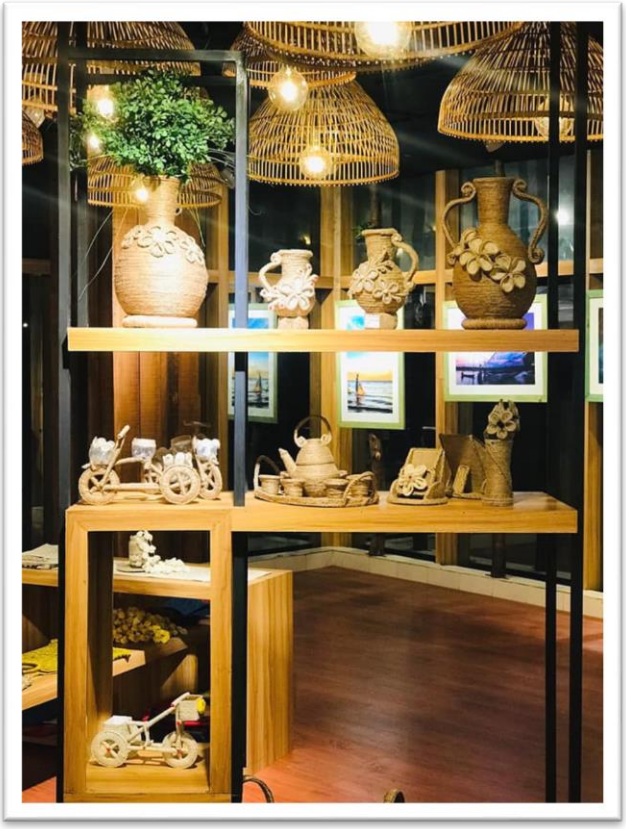

নান্দনিক ও আধুনিক সাজে সজ্জিত জয়িতা ফুডকোর্ট ও ক্র্যাফটস জোনের খন্ডচিত্র

নান্দনিক ও আধুনিক সাজে সজ্জিত জয়িতা ফুডকোর্ট ও ক্র্যাফটস জোনের খন্ডচিত্র

জয়িতা ফাউন্ডেশনের কার্যালয়ে “বঙ্গবন্ধু গ্যালারী”

জয়িতা ফাউন্ডেশনের কার্যালয়ে ‘ওয়েটিং জোন’

জয়িতা ফাউন্ডেশন ও বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন কর্তৃক যৌথভাবে পরিচালিত ট্রেনিং ইন কুকিং অ্যান্ড বেকিং শীর্ষক ১০ (দশ) দিনের প্রশিক্ষণ কর্মসূচীতে অংশগ্রহণ করে জয়িতা ফুড কোর্টের নারী উদ্যোক্তাগণ। (চিত্রঃ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব আফরোজা খান ও বিশিষ্ট অতিথিবৃন্দ)

করোনা মহামারীতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ঘোষিত প্রণোদনা প্যাকেজের আওতায় নারী উদ্যোক্তাদের ব্যাংকের মাধ্যমে ঋণ সহায়তা প্রদান করা হয়

জয়িতা নার্সারীর উদ্বোধন অনুষ্ঠান

জয়িতা নারী উদ্যোক্তাদের উৎপাদিত খাদ্যপণ্য ও পিঠাপুলি নিয়ে 'জয়িতা পিঠা উৎসব ২০২১' আয়োজন করা হয়।

জয়িতা ফাউন্ডেশনের চলচ্চিত্র উৎসব ২০২১

শেখ হাসিনার বারতা
নারী পুরুষ সমতা

জয়িতা ফাউন্ডেশন
মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

ঠিকানাঃ কনকর্ড রয়্যাল কোর্ট ভবন (৬ষ্ঠ তলা), ২৭৫/জি, রোড নংঃ ১৬ (নতুন), ধানমন্ডি, ঢাকা- ১২০৯।
www.joyeeta.gov.bd